ভূমিকা

হেনরী দি এইট্থ বা অষ্টম হেনরী আমাদের কাছে রাজা-হিসেবে সুবিদিত। ব্রিটিশ ইতিহাসে তিনি কুখ্যাত রাজা, পত্নীহন্তা হিসেবেও তিনি সেরা। তাঁকে নিয়ে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আজও নাটক আর চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু মহাকবির নাটকে সেই ব্যক্তিগত চিত্তাকর্ষক জীবনের ছায়ামাত্র আছে। সেদিক থেকে দেখলে, এটি পাঠকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করতে পারবে না; কেননা, রাজা এখানে চলচ্চিত্রের নায়ক চার্লস লটনের মতো মুরগীর রোষ্টের পর রোষ্ট ভক্ষণ করেন না, তাছাড়া দুষ্ট রোগগ্রস্ততাও তাঁর নেই, কিন্তু তবু মহাকবি অষ্টম হেনরীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অষ্টম হেনরী উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু আবার প্রচণ্ড ন্যায়নিষ্ঠ শাসক, তিনি ক্যাথেরিনকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না, আবার ক্রামারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রজাল তিনি ছিন্ন করে দেন। হেনরী বহু সত্তামায় পুরুষ, যেমন আমরা এক-একজন বহু সত্তামায় মানুষ। হেনরীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে চাই মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী শল্য এবং আতসী কাঁচ, আর তা কার না চরিত্র-বিশ্লেষণে চাই। মহাকবি সেই বহু সত্তামায় মানুষটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু হেনরীর চেয়েও এখানে মহান হয়ে ফুটে উঠেছেন উলসী। উলসী কষাইয়ের পুত্র, নিজগুণে প্রধান ধর্মযাজক, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়ে রাজার সেবাই ছিল তাঁর কাম্য, তাই তাঁর সর্বনাশ হল। তিনি অবশেষে বুঝলেন, রাজসেবা বড় কথা নয়, বড় কথা ঈশ্বরের সেবা। তাই সর্বনাশকে তিনি স্থির অবিচল চিত্তে বরণ করতে পারলেন।

হেনরী দি এইটথ-এর নাটকীয়তায় ত্রুটি থাকতে পারে, এবং মহাকবির কোনো শিষ্যের দ্বারা তার অনেকাংশ লেখাও হতে পারে,

তবু তার নাটকীয় মুহূর্ত্ত তো দর্শকচিত্তে চমক হানে, তার জীবন্ত চরিত্রগুলি তো আরো জীবন্ত হয়েই দেখা দেয়। সেইদিক থেকেই হেনরী দি এইটথ-এর সার্থকতা। সে হয়তো হেনরী পর্বের নাটকের মধ্যে নিরেস, কিন্তু সরসতায়ও সে ক্ষণে ক্ষণে হেনরী দি ফোর্থকে ছাড়িয়ে যাবারও দাবি রাখে। রাণী ক্যাথেরিনের অন্তিম দৃশ্যটিই আমাদের মনে পড়ে। এ দৃশ্য তো সংযমে সুন্দর, কারুণ্যে বেদনাময়, এ দৃশ্য তো মহাকবির প্রতিভারই পরম নিদর্শন।

—অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রী

রাজা অষ্টম হেনরী

কার্ডিনাল উলসী

ঐ ক্যাম্পিয়াস

ক্যাপিয়াস সম্রাট পঞ্চম চার্লসের দূত

ক্রামার—ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান বিশপ

নরফোকের ডিউক

সাফোকের ডিউক

বাকিংহামের—ঐ

সারের আর্ল

লর্ড চেম্বারলেন

লর্ড চ্যান্সেলর

গার্ডিনার—উইনচেষ্টারের ধর্মযাজক

লিঙ্কনের ধর্মযাজক

লর্ড এভারগেনি

লর্ড সেণ্ডীস্

স্যার হেনরী গিল্ডফোর্ড

স্যার টমাস লেভেল

স্যার অ্যাণ্টনী ডেনী

স্যার নিকোলাস্ ভক্স

উলসীর সহকারীদ্বয়

ক্রমওয়েস—উলসীর পরিচারক

গ্রিফিথ — রাণীর অনুচর

তিন জন নাগরিক

ডঃ বাট্স, ব্রাণ্ডন, রক্ষী প্রভৃতি

ক্যাথেরিন—রাণী, পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়

য়্যান বোলেন রাণীর সহচরী, পরে রাণী

বৃদ্ধা, পেশেন্স

মেয়র, অল্ডারম্যানদ্বয়, লর্ডগণ, নারীগণ, রক্ষীগণ

সংযোগস্থল — লণ্ডন, ওয়েস্ট মিনিস্টার, কিম্বোবণ্টন

মহাকবি সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের উপন্যাস-রূপ

(অনুবাদক—অশোক গুহ)

জুলিয়াস সীজার	২-০০
হ্যামলেট	২-০০
ম্যাকবেথ	২-০০
ওথেলো	২-০০
রোমিও জুলিয়েট	২-০০
য়্যাজ ইউ লাইক ইট	২-০০
মার্চেণ্ট অব ভেনিস	২-০০
এ মিড্ সামার নাইটস ড্রীম	২-০০
দি টেম্পেষ্ট	২-০০
টেমিং অব দি শ্রু	২-০০
টুয়েলথ নাইট	২-০০
কিং লীয়ার	২-০০
য়্যাণ্টনী এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা	২-০০
মাচ্ য়্যাডো য়্যাবাউট নাথিং	
দি উইণ্টার্স টেল	২-০০
টু জেণ্টেলমেন অফ্ ভেরোনা	২-০০
কমেডী অফ্ এরর্স	২-০০
হেনরী দি এইটথ্	২-০০
কিং জন	২-০০
টিমন অফ এথেন্স	২-০০
সিম্বেলিন	২-০০
মেজার ফর মেজার	২-০০
রিচার্ড দি থার্ড	২-০০
কোরিওলেনাস	২·০০

হেনরী দি এইটথ্

সূচনা

হেনরী দি এইটথ্ বা অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের কুখ্যাত রাজা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কুৎসা নিয়ে সেদিনও রংদার চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। আর সেটা আর্টের দিক থেকে কিরকম হয়েছিল, আমরা জানবার আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন তখনকার ইংরেজ সরকার। অষ্টম হেনরী তাই আমাদের কাছে কৌতূহলপ্রদ জীব।

তিনি পত্নীহন্ত্রী বলে খ্যাত। যেটা ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে অতি বীভৎস ঘৃণ্যতম পাপ। কিন্তু আজকের জীবনীকার হেনরীতে সে-ভাবে দেখেন না। তিনি লিখতে গিয়ে হেনরীর যুগকে দেখেন, তিনি যে শতকের মানুষ, সেই পটভূমিকাটি খতিয়ে দেখেন। তাই তাঁর হেনরী-চরিত্র আমাদের কাছে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তিনি বলেন, হেনরী ছিলেন সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষ, রাজনীতি যাঁদের সব, যাঁরা তখন সমাজের শিখরে হেনরীকে সেই শ্রেণী থেকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। তাঁর শ্রেণীর স্বভাব তিনি পেয়েছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীর রোগ।

তিনি যে শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্রেণী ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাড়তি পথে। এখনো সে শ্রেণী বহাল তবিয়তেই বর্তমান। এই শ্রেণীই টিন বংশ, ইস্পাত বংশ, রবার বংশ আর মোটর বংশ স্থাপন করেছে ও করছে। 'রাজা'ও তাদের খেতাব, তবে বাণিজ্যিক সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে সেটা বেতর বলে, সেখানে ইস্পাতরাজ, মোটররাজ কথাটাই চালু। আবার শিল্পপতি বা ম্যাগনেটও তাদের বলা যায়।

হেনরী এঁদেরই পূর্বপুরুষ, তাঁকে খেলার তাসের উপরে আঁকা ছবির রাজা বললে ভুল করাই হবে। আজকের ইস্পাতরাজ আর মোটররাজদের পূর্বপুরুষ তিনি। তবে তিনি টাকা ঢালেন নি, টাকার বেসাতি করেন নি ; করেছেন ক্ষমতার বেসাতি। আর সেই ক্ষমতার বেসাতি করতে গিয়ে পোপের অধিকারও কেড়ে নিতে চেয়েছেন। তাই হেনরীকে তাঁর যুগের পটভূমিতে নিক্ষেপ করেই বিচার করতে হয়। আর সে-পটভূমি পনেরোশো শতক। তাহলে দেখা যায়, রাজা তিনি যত না বড়, তার চেয়ে বড় তিনি ম্যাগনেট। আজকের যুগে ফোর্ড, রকফেলার মরগ্যান তাঁরই স্বগোত্র, তিনি তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। এই হেনরীকেই রূপ দিয়েছেন মহাকবি।

কিন্তু তিনি যে কালের মানুষ, সেকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়নি। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত তখন অজানা। তখন ইতিহাস তো কাহিনী। আর সেই ক্রনিকেল বা কাহিনীরই তিনি ছিলেন কথক। কিন্তু নিজের আগের যুগের কাহিনী কথক হয়েও বলা যায়, কিন্তু যেখানে নিজের যুগ, সেখানে তো শুধু কথকতা চলে না। সেখানে সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, না হলেই বা ক্ষতি কি !

ক্ষতি আছে বই কি !

পহেলা কথা ঃ—ঐতিহাসিক নাটকের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া মহাকবির কাল এলিজাবেথের কাল। রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা। তিনি হেনরীর কন্যা। তাঁকে সন্তুষ্ট করাও এক কর্তব্য, এবং তাঁর তুষ্টিতে তুষ্ট হওয়াও এক আনন্দ। তাই কবি এ কাজে হাত দিলেন। আড়ম্বর দিয়ে মুড়ে দিতে চাইলেন সবকিছু। সিংহাসনের মহিমা কীর্তনই হল তাঁর সার কথা। কিন্তু রাজার নিষ্ঠুরতা তবু সেই ঐশ্বর্যের ফাঁক দিয়ে দেখা দিলে। স্ত্রীকামী রাজা, তাঁদের লাভ করেন, দুদিন ভোগ করে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন, তারপর হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হন না।

এই যে ধারাটি এটি প্রথম থেকেই আমরা দেখি। নাটকটি রাণী ক্যাথেরিনকে নিয়েই লেখা। তিনিই কেন্দ্রবিন্দু। রাণী আবেদন জানান ন্যায় বিচারের জন্য, কিন্তু সে আবেদন নিষ্ফল হয়। হবে না কেন, ন্যায়ের যিনি অধীশ, সেই রাজা তো নিষ্ঠুর। রাজা নিষ্ঠুর, আর রাজাই যখন রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রও নিষ্ঠুর। তবে কোথায় যাবেন রাণী ক্যাথেরিন?

আছে ধর্মাধিকার, আছে গীর্জা। সেই গীর্জার কাছেও আবেদন করা হল। কিন্তু গীর্জাও নির্মম। গীর্জার যিনি কার্ডিনাল, তিনি ইপস্‌উইকের এক কষাইয়ের পুত্র—কষাইগিরি করেন না, কিন্তু ওয়ারিশসূত্রে পেয়েছেন কষাইয়ের নির্দয় মন। এই দুই বিরোধের মাঝখানে পড়লেন রাণী ক্যাথেরিন। তিনি চুরমার হয়ে গেলেন। ক্যাথেরিন অবিচারের বিচার প্রার্থনা করলেন, কিন্তু সে বিচার রাজার ভণ্ডামী আর কষাইপুত্র পাদ্রী উলসীর উচ্চাকাংখার বিরোধ প্রাচীরে চূর্ণবিচূর্ণ হল—মহাকবি এই সংঘাতকেই করলেন নাটকের উপজীব্য।

নাটক শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করা তো হল না। তাঁর তখন জীবনের শেষ পর্যায়। বুঝি স্তিমিত হয়ে এসেছে প্রতিভা। তবু তিনি তাঁর প্রতিভার শেষ স্বাক্ষর ছড়িয়ে দিলেন এখানে-ওখানে। আর সেই নাটক শেষ করবার ভার পড়ল জন ফ্লেচারের উপর। জন ফ্লেচার মহাকবির কাব্যশক্তি কোথায় পাবেন? তাই নাটক কোথাও কোথাও সঙ্গতিহীন হল। তবু মহাকবির স্বাক্ষর এতে রইল। আজও এটি মহাকবিরই নাট্যরাজীর অন্তর্ভুক্ত। এটিকে যদি বাদ দেওয়া যেত, তাহলে আমরা পেতাম না ঐ অমর বক্তৃতাবলী—ক্যাথেরিনের বিচার আর উলসীর পতনের সময় যা উৎসারিত হয়েছিল মহাকবির লেখনী থেকে। তাই নাটক যতই অসার্থক হোক, এতে যে কীর্তির স্বাক্ষর আছে, একথা অনস্বীকার্য।

উলসীর পতনের কথা সবাই জানে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম

পাঠ যারা নেয়, সেই পড়ুয়াদেরও তা জানা। কার্ডিনালের উচ্চাশা তাঁকে বহুদূরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর পতন হল। তিনিও ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরীর মতোই অমনি অস্থির মতি মানুষ।

অষ্টম হেনরী রাজা, তিনি তাঁর পথ ছাড়বেন না। সার্বভৌম রাজার খেয়ালেও সার্বভৌমত্বের পরিচয়। তাঁর য়্যান বোলেন আছে, আর কি চাই। যদিও য়্যান বোলেনও ক্ষণিকের পত্নী, কিন্তু সেই ক্ষণিকতাই রাজার খেয়াল। তাই উলসীর পতন হল। উলসী মহিমার উর্ত্তুঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সর্বরিক্ত হলেন। বললেন,

বৃদ্ধ, রাষ্ট্রের ঝড়ে ছিন্নভিন্ন, ভগ্ন
এসেছে তোমাদের মাঝে তার ক্লান্ত অস্থির বিশ্রামের
জন্যে
তাকে দয়া করে একটু জমি দাও!

এই ভাবেই তাঁর মৃত্যু হল। আর দূর এক প্রান্তে, নিরালা নির্জনে আর একজনেরও মৃত্যু হল, রাণী ক্যাথেরিন মারা গেলেন। শেষ খবর পাঠালেন রাজাকে—

রাজাকে জানিয়ো, তিনি যেন
আমাকে মনে রাখেন।
আমার বিনত প্রার্থনা
বোলো, তাঁর দীর্ঘ দিনের
বিঘ্ন কেটে গেল। সেই বিঘ্ন তো
আজ পৃথিবী ছেড়ে চলেছে।

তুইজনের মৃত্যু হল, অষ্টম হেনরী আর য়্যান বোলেন বেঁচে রইলেন। য়্যান বোলেন ভাবতে পারেন নি স্ত্রীহন্তা হেনরী তাঁরও প্রাণ নেবেন।

এইখানেই মহাকবি শেকসপীয়র ও মন্দকবি যশোপ্রার্থীজন ফ্লেচারের নাটকখানি সমাপ্ত হল।

প্রস্তাবনা

যবনিকা এখনো ওঠেনি। এরই মধ্যে মঞ্চের সুমুখে এসে দাঁড়াল সূত্রধর। সূত্রধরকে এমনি দেখা যায় না। সে নেপথ্য থেকে বলে দেয়, কোথায় কোন দৃশ্য অভিনীত হবে। আবার কখনো কখনো তাকে মঞ্চেও দেখা যায়। সেটা বিশেষ সময়ে। প্রস্তাবনা করতে তাকেই আসতে হয়। টেম্পেস্টে আমরা তাকেই দেখেছি, রোমিয়ো জুলিয়েতেও। এবারও সেই প্রস্তাবনাকারী সূত্রধরকে দেখা গেল। সূত্রধর এসে দর্শকদের সুমুখে দাঁড়াল। তারপর বললে,

আমি আপনাদের হাসাবার জন্যে তো আসিনি। এবার আমার যে বিষয়, সেটি ওজনে ভারী, গুরুগম্ভীর বিষয় সেটি। এর কারণ, সেটি রাষ্ট্রেরই ব্যাপার। আবার তাতে দুঃখও আছে। তাতে আপনাদের চোখ সজল হয়ে উঠবে। আমাদের বিষয় এইটি। কেউ যদি করুণা করতে চান, করুণাই করবেন। দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন। বিষয়টি তো তারই উপযুক্ত। যারা অনেক আশা করে টাকা খরচ করে এখানে এসেছেন, তারা এখানে সত্যকে খুঁজে পাবেন। যাঁরা এসেছেন শুধু নাটক দেখতে, তাদের টাকার দাম আমরা দুঘণ্টায় পুষিয়ে দেব। কিন্তু যারা আমোদ করতে এসেছেন, ইতর রঙ্গরসিকতা দেখতে এসেছেন, যাঁরা জোব্বাপরা ভাঁড় দেখতে চান, তাঁদের প্রতারিত হতেই হবে। কারণ, ঈশ্বর আমাদের সত্যকথা বলতে বলেছেন, আমরা সেই সত্যই বলব। আপনারা এই শহরের অধিবাসী, আমাদের প্রথম দর্শক। আমরা যদি আপনাদের চারিদিকে বিষণ্ণতার আবহাওয়া এনে দিই, আপনারা তাতেই ডুবে যাবেন। আমাদের এই কাহিনী মহামহিমদের।

আপনারা মনে করুন, তাঁদেরই জীবন্তরূপে দেখছেন। তাঁদের মহিমাও দেখতে পাচ্ছেন। জনতার ভিড়ে আপনারাও তাঁদের অনুসরণ করছেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ এক লহমায় সব বদলে গেল। দেখবেন, মহিমাকে গ্রাস করেছে দুঃখ, এই দুঃখে কি আনন্দ পাবেন? পেতে পারবেন? আমি বলব, মানুষ নিজের বিবাহের দিনেও কাঁদে। বিবাহের দিনের স্মরণেও কাঁদে। কারণ আনন্দ আর বিষাদ তো তার চিরসঙ্গী। আর তারা অভিন্নও।

সূত্রধর এই কথা বলে মাথানুয়ে অভিবাদন জানালে, তারপর ধীরে ধীরে নেপথ্যে চলে গেল।

নেপথ্যে থেকে এবার তার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

সংযোগ স্থল লণ্ডন। রাজ প্রাসাদের বাইরের একটি কক্ষ, নরফোকের ডিউক একটি দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন। অন্য দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন বাকিংহামের ডিউক। এদের সঙ্গে লর্ড আভারগেভেনীকেও দেখা গেল।

একটি গোল টেবিল এখানে পাতা, সেই টেবিলের আশে-পাশে চেয়ার ছড়ানো। সেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনজনে, আলোচনা শুরু হল। আলোচনার বিষয় ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে ফ্রান্সের রাজার সাক্ষাৎকার। ওঁরা এই আলোচনা চালালেন। ধর্মযাজক উলসীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল।

বাকিংহাম উলসীকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তিনি সেকথা প্রকাশ করে ফেললেন। নরফোক ওঁকে সাবধান করে দিলেন। ধর্মগুরু পোপের নীচেই এই কার্ডিনাল উলসী, তিনি বড়ই ঈর্ষাপরায়ণ, আর তাঁর ক্ষমতাও অপ্রতিহত। তাঁকে চটানো ঠিক নয়।

কিন্তু বাকিংহাম ক্রুদ্ধ, উলসী বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী একথা তিনি রাজাকে জানাবেন।

নরফোক বললেন, না, না, তাঁকে আর যাই বলুন, রাজদ্রোহী বলোবেনা।

হাঁ বলব, আমি রাজার কাছে এই অভিযোগ করব।

এমন সময় কার্ডিনাল উলসী এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন শরীররক্ষী। দুজন সহকারী কাগজপত্র নিয়ে পেছনে আসছে।

কার্ডিনাল কক্ষের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাকিংহামের দিকে দৃষ্টি পড়ল। বাকিংহামও তাঁর দিকে তাকালেন। দুজনের মুখেই ঘৃণার অভিব্যক্তি।

উলসী তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে শুধালেন, বাকিংহামের সম্বন্ধে কাগজ তৈরি?

সহকারী মাথা নাড়লো।

বেশ, দেখা যাবে। বাকিংহামের ঐ দৃষ্টি তখন স্তিমিত হয়ে যাবে। বাকিংহামের দিকে তাকিয়ে উলসী দীর্ঘ পদবিক্ষেপে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী ও সহকারীরাও চলে গেল।

বাকিংহাম সেদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার বললেন, ঐ কষায়ের কুত্তা বিষে ভরা, ওকে যে আটকে রাখব সে শক্তি আমার নেই। তাই ওকে ঘাঁটাব না, সয়ে যাব।

আপনি ওর উপর অত ক্রুদ্ধ কেন বাকিংহাম? নরফোক শুধালেন। আপনি ঈশ্বরের কাছে মিতাচারী হবার প্রার্থনা করুন। আপনার রোগের ঐ তো ঔষধ।

বাকিংহাম বললেন, আমি ওর চোখে আমার বিরোধিতা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, আমিই ওর লক্ষ্য, ও রাজার কাছে চলেছে। আমিও যাব, ওর ঐ দৃষ্টি আমার জ্বলন্ত দৃষ্টির কাছে স্তিমিত হয়ে যাবে। আমি জয়ী হব।

নরফোক বুদ্ধিমান; তিনি বললেন, আপনি থাকুন, ভেবে দেখুন, গিয়ে কি লাভ হবে। খাড়া পাহাড়ে উঠতে হলে প্রথমে ধীরে ধীরে উঠতে হয়, আমার মতো ইংলণ্ডে আর কেউ সুপরামর্শ দেবে না; আপনি স্থির হোন।

না, আমি রাজার কাছে যাব, ইপস্‌উইচের ঐ ইতরটার ঔদ্ধত্য আর আমার সহ্য হয় না। আমি রাজার কাছে জানাব ওর রাজদ্রোহের কথা। আমি প্রমাণ দেব। আমাকে আপনারা

সাহায্য করুন, এই ধূর্ত কার্ডিনাল, নিজের ইচ্ছানুসারে ধর্মের কানুন তৈরি করেছে ; সে সম্ভ্রান্ত, ভুল সে করতে পারে না—এই তার ঘোষণা। কিন্তু আমি জানি, ফ্রান্সের রাজা চার্লস, তাঁর মাসী রাণীকে দেখার ছুতোয় এখানে এসেছিলেন। তিনি উলসীর সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ করে গেছেন। হয়তো দেখা যাবে, রাজা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করবেন, এখন রাজাকে একথা জানাতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ধূর্ত কার্ডিনাল ইংলণ্ডের সম্মান কিনছে আর বেচছে। আর তা ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য নয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

হয়তো এতে ভুল আছে, নরফোক বললেন।

না, একবর্ণও মিথ্যা নয়! আমি প্রমাণ দেব।

এমন সময় সার্জেণ্ট ব্রাণ্ডনও এসে রক্ষীসহ হাজির হল।

ব্রাণ্ডন নগর-কোতোয়াল।

ব্রাণ্ডন এসেই সার্জেণ্টকে হুকুম দিলে, সার্জেণ্ট, তুমি তোমার কর্তব্য কর।

সার্জেণ্ট জানালে, বাকিংহাম, আপনাকে আমি রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম। আমাদের রাজার নামেই আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

বাকিংহাম নরফোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, জাল আমার উপর নিক্ষিপ্ত হল। আমাকে ঐ জালে আবদ্ধ হয়ে মরতে হবে।

ব্রাণ্ডন বললে, আপনি বন্দী, তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু এ রাজার আদেশ। আপনাকে টাওয়ারে যেতে হবে।

আমার নির্দোষিতার প্রমাণেও কিছু হবে না, আমার উপরে যে রং চাপানো হয়েছে, তাতে সাদা রং কালো হয়ে গেছে। এ ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি এ আদেশ মেনে নিলাম। হে সম্ভ্রান্তগণ আপনাদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি। লর্ড এভারগেনী, বিদায় দিন।

ব্রাণ্ডন বললে, উনিও আপনার সাথী হবেন বাকিংহাম।

এভারগেনীকে উদ্দেশ্য করে বললে, রাজার ইচ্ছায় আপনাকেও টাওয়ারে যেতে হবে। তারপরে কি আদেশ হয়, সেখানেই জানতে পারবেন।

ডিউক যেমন বললেন, আমিও তেমনি বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। রাজার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি মেনে নিচ্ছি আদেশ, আভারগেনী নির্ভিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

বাকিংহাম বললেন, জানি, এ মিথ্যা। আমার অভিযোগকারীরা কার্ডিনালের স্বর্ণে বশীভূত, আমার জীবন সীমিত, আমি তো এখন বাকিংহামের ছায়া মাত্র। মেঘে ঢেকে গেছে বাকিংহাম, তার সূর্য অস্তমিত। আসি নরফোক।

নগর কোতোয়াল শান্ত্রীসহ বাকিংহাম ও লর্ড আভারগেনী চলে গেলেন। নরফোক দাঁড়িয়ে রইলেন।

দৃশ্য পরিবর্তিত হল।

॥ দুই ॥

লণ্ডন নগরেই দৃশ্য উঠল। এও রাজপ্রাসাদ, তবে সাধারণ কক্ষ নয়। মন্ত্রণাকক্ষ। এবারেও গোল টেবিল পাতা দেখা গেল। তবে এ টেবিল মস্তবড়। মধ্যযুগের উপকথায় রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিলের অনুকরনেই এই টেবিল তৈরি। মন্ত্রণার সঙ্গে এই টেবিলের ঐতিহ্য জড়িত। এখন পর্যন্ত কক্ষে কেউ নেই। শুধু সারি সারি চেয়ার পড়ে আছে। এবার পদশব্দ শোনা গেল। রাজার পদশব্দ। উলসীর কাঁধে ভর দিয়ে রাজা অষ্টম হেনরী এসে প্রবেশ করলেন। তারপরে সম্ভ্রান্তগণ এসে প্রবেশ করলেন।

এঁদের মধ্যে আছেন স্যার টমাস লোভেল। রাজা উচ্চ আসনে আসীন হলেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে নীচু আসনে বসলেন কার্ডিনাল।

রাজা আসনে বসলে আর সকলে বসলেন।

এবার রাজা বললেন, এবার আমরা বাকিংহামকে ডাকব। তাঁর স্বীকৃতি আমরা শুনব। তিনি পুংখানুপুংখরূপে বলবেন তাঁর অপরাধের কথা।

হঠাৎ নেপথ্যে শোনা গেল গোলমাল।

এই পথ ছাড়, রাণী আসছেন।

রাণীর আগে আগে পথ দেখিয়ে প্রবেশ করলেন নরফোক ও সাফোকের ডিউক। রাণী আসতেই রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রাণীকে হাত ধরে নিজের আসনের পাশে এনে বসাতে চাইলেন। রাণী নতজানু হলেন।

রাণী বললেন, আমার তো নতজানু হয়ে বসাই উচিত। ও-আসন তো আমার নয়। আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি।

রাজা বললেন, এস, আমাদের পাশে আসন নাও। তুমি তো আমাদের অর্ধেক সিংহাসনের অধিকারী। তোমার কি আবেদন বল—সে তো মঞ্জুর হয়েই রয়েছে।

রাণী ক্যাথেরিন জানালেন, আপনাকে ধন্যবাদ মহারাজ, আপনার এই মহামহিমান্বিত পদের মহিমা রাখাই আমার আবেদন।

বল রাণী।

আমি জানি, রাণী বলতে লাগলেন। আপনার প্রজাদের ভিতর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের হৃদয় বিদীর্ণ। কার্ডিনাল, আপনাকেই তারা ভৎ´সনা করছে, আপনি নাকি তাদের উপরে কড়া নিয়ম চাপিয়েছেন। আমাদের যিনি রাজা, যাঁর সম্মান রক্ষা করছেন ঈশ্বর, তিনিও ভৎ´সনা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন না। তাদের রাজভক্তি উপে গেছে, তারা এখন বিদ্রোহী।

নরফোক জানালেন, এই কড়া কানুন, এই চরম কর ব্যবস্থায়

প্রজারা জর্জরিত। যারা তাঁতী তাদের তো চরম দুর্দশা উপস্থিত। তারা তো অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা ক্ষুধায় মরছে, সোরগোল তুলছে।

কর-প্রথা? রাজা বিস্মিত হলেন, কিসের সে-প্রথা? কি সে কর? কার্ডিনাল আপনাকে এর জন্য ওরা দোষী করছে। আপনি কি এই কর সম্পর্কে কিছু জানেন?

উলসী বললেন, মহারাজ, আমি এর কিছুটা জানি। এও জানি, লাভের নির্ধারিত অংশ রাজাকে দেয়। আর তারই নাম কর।

রাণী বললেন, আপনি সম্পূর্ণই জানেন কার্ডিনাল। আপনি আইন করেছেন, সে-আইন সবাই জানে। সে তো স্বাস্থ্যকর নয়! সে তো উৎপীড়ন। সবাই বলে, আপনিই এ আইনের প্রণয়নকর্তা। নয় তো আপনার বিরুদ্ধে এই যে নিন্দা—এ অন্যায়।

কর—কর! রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমাকে ব্যাপারটা কি বলুন? কি সে কর—বল, বল!

আমি আপনার বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটালাম, রাণী বললেন। কিন্তু আমি আপনার প্রতিশ্রুত অভয়ের বলে বলীয়ান হয়েছি। প্রজারা দুঃখে জর্জর। এক আইন করা হয়েছে, যাতে তাদের আয়ের এক ষষ্ঠ অংশ দিতে হবে রাজাকে। আর তার জন্য ভান করা হয়েছে, আপনার সমর অভিযানের খরচ যোগাতে হবে। এতে মানুষ রব তুলেছে, রাজার প্রতি সম্মান ভুলে গেছে. তাদের জিহ্বা, কর্তব্য ভুলে গেছে, তাদের আর সে বশ্যতা নেই। যেখানে রাজার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার ধ্বনি উঠত, সেখানে আজ উৎসারিত হচ্ছে অভিশাপ। আমার আবেদন মহারাজ আপনি সত্বর বিবেচনা করে দেখুন। এতো এক মহাসমস্যা, প্রথমতম কর্তব্য।

কিন্তু এ তো রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রাজা বললেন।

উলসী ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এবার আমার কথা। এ-আইন

তো আমার খামখেয়ালি নয়। এ-আইন জ্ঞানী বিচারকদের অনুমোদিত। যদি মূর্খেরা আজ আমাকে নিন্দা করে, আমি বলব, ওরা আমাকে চেনে না, আমার জ্ঞানবুদ্ধির কথা জানে না। আমি জানি, সত্যকে এই নিন্দার ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু মূর্খদের ভয়ে আমাদের কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না। ওদের অভিযোগের ভয়ে তো স্তব্ধ হতে পারে না। যদি আজ আমরা স্তব্ধ হয়ে থাকি, তাহলে ওদের বিদ্রূপ সইতে হবে। আমরা এইখানে শিকড় গজিয়ে বসে থাকব। আমরা রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ হব না—আমরা হব রাষ্ট্রের নিশ্চল প্রতিমূর্তি।

রাজা উলসীর কথা শুনে বললেন, যদি এ-কাজের উদাহরণ পূর্ব থেকে থাকে, তাহলে উত্তম কথা। কিন্তু যদি উদাহরণ না থাকে, তাহলেই ভয়। কার্ডিনাল, আপনি কি এর পূর্ব উদাহরণ দিতে পারবেন ? আমরা আমাদের আইন থেকে বিচ্যুত হব না—আমাদের ইচ্ছাই আইন হয়ে দেখা দেবে না। প্রতিজনের আয়ের ছয় ভাগ ? এযে সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা গাছ থেকে ছাল, শাখা-প্রশাখা কেটে নিচ্ছি, শুধু মূল আছে। কিন্তু এমন চোপ বসালে আর তো কিছুই থাকবে না। যেখানে যেখানে এর বিরুদ্ধে কলরব উঠেছে, সেখানে সেখানে পাঠানো হোক রাজকীয় পত্র। যে কর দিতে চায়নি, তাকে ক্ষমা করা হোক। কার্ডিনাল আপনি আমার এ আদেশ মতো কাজ করবেন।

উলসী সহকারীকে ফিসকিস করে বললেন, শোনো, রাজার চিঠি পাঠিয়ে দাও, তাতে থাকবে ক্ষমার কথা। কিন্তু একথাও জানাবে, আমাদের অনুনয়ে এই কর তুলে নেওয়া হল, এই ক্ষমা মিলল ! আমি তোমাকে পরে এ সম্পর্কে আরো বলব।

সহকারী চলে গেল। অপর দিক দিয়ে একজন জরীপকারী আমিন এসে ঢুকল।

রাণী ক্যাথেরিন এবার রাজার কাছে এক আবেদন করলেন,

মহারাজ, বাকিংহামের প্রতি আপনি বিরূপ হয়েছেন, এও আমার দুঃখ।

রাজা বললেন, বহুজনই এতে দুঃখিত। তিনি জ্ঞানী, দুর্লভ বাগ্মী। কিন্তু এহেন জ্ঞানী যখন পাপী হন তখন তো দশগুণ হয়ে ওঠেন। এমন যে বাগ্মী, তিনি আজ পাপিষ্টে পরিণত।

রাণী এবার উঠে এসে নিজের আসনে বসলেন।

উলসী এবার আমিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ওকে বল, বাকিংহাম সম্পর্কে তুমি কি খবর সংগ্রহ করেছ?

হাঁ, খোলাখুলি বল! রাজা বললেন।

আমিন বলতে লাগল, 'উনি তো সবসময়েই বলেন, রাজা যদি নিঃসন্তান মারা যান, তাহলেই তিনিই রাজদণ্ডের অধিকারী হবেন। একথা তিনি তাঁর জামাতা লর্ড অভারগোনিকে বল্‌ছিলেন। আমি নিজের কানে শুনেছি। আর কার্ডিনালের সর্বনাশ করবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

রাণী ক্যাথেরিন কথা শুনে বললেন, তোমাকে তো বাকিংহামের জমিদারীর আমীন বলেই জানি। প্রজাদের অভিযোগে তোমার চাকরী যায়। সাবধান, প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে তুমি অভিযোগ এনো না। এতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা হবে। তোমার মহান আত্মাও বিষাক্ত হবে। তুমি সে সম্পর্কে সতর্ক হও।

আমীন হলপ করে বললে, আমি সত্য বই মিথ্যে বলব না। আমি প্রভু বাকিংহামকে বলেছিলাম, একথা বলা বিপজ্জনক। তিনি আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এতে আমার কোন অনিষ্টই হবে না। আরো বললেন, যদি রাজা গতবারের অসুখে আরাম না হতেন, কার্ডিনাল আর টমাস লভেলের মুণ্ড দেহে থাকত না।

রাজা ক্রুদ্ধ; বললেন, কি এতবড় কথা! বিশ্বাসঘাতক! আরো কিছু বলতে পার?

পারি মহারাজ ! আমীন উত্তর দিলে।

তাহলে বল !

আমীন বাকিংহামের বিরুদ্ধে আরো বিষোদগার করলে। যখন রাজা ডিউককে ভৎ'সনা করেন, ডিউক একথা বলেছিলেন ; তার পিতা যেখন জবর দখলকারী রিচার্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ছিলেন তিনিও তেমনি বিদ্রোহী হবেন। তিনি রিচার্ডকে ছুরিকাঘাতে সলসবেরীর প্রান্তরে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি বলেই তা ঘটে ওঠে নি।

ঘোর বিশ্বাসঘাতক ! রাজা চিৎকার করে উঠলেন।

উলসী এবার ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে বক্র কটাক্ষে বললেন, মহারাণী, এই লোকটি কি এখন বন্দীশালা থেকে মুক্ত হতে পারে !

ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে। ক্যাথেরিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রাজা এবার গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'ওর বিচার হোক ! যদি আইন ওকে করুণা করে, ও-করুণা পাবে। যদি আইন নিষ্করুণ হয়, সে তো আমাদের করুণা থেকেও বঞ্চিত হয়। ঐ বাকিংহাম বিশ্বাসঘাতক, ঐ বাকিংহাম রাজদ্রোহী !

এই বলে রাজা উঠে দাঁড়ালেন, মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হল।

॥ তিন ॥

লর্ড চেম্বারলেন ও লর্ড স্যানডেকে প্রসাদের এক কক্ষে দেখা গেল। তাঁরা বসে আলাপ করছেন। ফ্রান্সের রাজা আর ইংলণ্ডের রাজার হয়েছে দেখা, তার ফলে ফরাসী হাওয়া এসে ইংলণ্ডে ঢুকেছে। আর সে হাওয়া এখন প্রবল। এই তাঁদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী আদব-কায়দা, ফরাসী পোশাক-আশাক কিছুই

তাঁদের পছন্দ নয়। এমন সময় টমাস লোভেল এসে প্রবেশ করায় তাদের আলোচনায় ছেদ পড়ল। কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে আলোচনায় যোগ দিলেন।

॥ চার ॥

লণ্ডনেই আমরা আছি। তবে রাজপ্রাসাদের আবহাওয়া ছেড়ে এসেছি, এখন ইয়র্ক প্রাসাদে। এটি এখন কার্ডিনাল উলসীর বাসস্থান। সেখানে এক মুখোস নাচের আসর বসেছে। কার্ডি-নালের জন্য একটি ছোট টেবিল, বড় টেবিলটি অতিথিদের জন্য। কক্ষ শূন্য, এবার সুন্দরী য়্যান বোলেনও অন্যান্য মহিলারা এসে প্রবেশ করলেন। অন্য দরজা দিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এসে ঢুকলেন। আর এক দরজায় দেখা গেল স্যার হেনরী গিল্ডফোর্ডকে, তিনি কার্ডিনালের সহকারী। তিনি সম্বোধন করে বললেন,

হে ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের পবিত্র প্রভু আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা, এখানে যেন ভাবনা এসে দেখা না দেয়। সবাই এখানে পাবেন আনন্দ— এই তাঁর কামনা।

এমন সময় লর্ড চেম্বারলেন, লর্ড স্যানডি ও স্যার টমাস লোভেল এসে প্রবেশ করলেন। এঁরা তরুণ, একটু বা উদ্দাম। ভদ্রমহিলাদের পাশেই গিয়ে বসলেন। স্যানডি এসে বসলেন য়্যান বোলেন আর একজন ভদ্রমহিলার মাঝখানে।

বসেই বললেন, আমি যদি একটু এলোমেলো কথা বলি, মাপ করবেন। ওটা আমার পিতৃদত্ত।

য়্যান বোলেন বিস্মিত হয়ে বললেন, পাগল নাকি?

স্যাণ্ডি অমনি উত্তর দিলেন, পাগল বলে পাগল, জবর পাগল। প্রেমে পাগল। কিন্তু কামড়াবে না। বরং তোমাকে চুমু খাবে। এই বলে য়্যান বোলেনকে চুমু খেলেন।

চেম্বারলেন বললেন, বাঃ চমৎকার!

এমন সময় ঘোষণাকারী জানালে, মহা ধর্মাধিকার কার্ডিনালের আগমনবার্তা। মশালচীদের মশালের আলোকে আলোকিত হল কক্ষ। কার্ডিনাল উলসী এসে নিজের আসনে বসলেন। পান-ভোজন শুরু হল। উলসী লক্ষ্য করলেন, ভদ্রলোকদের মতো ভদ্র-মহিলারা তেমন উৎফুল্ল নন। তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে শুধালেন,

ভদ্রমহিলারা আনন্দে নন্দিত নন—এ কার দোষ?

স্যানডির মুখে সব সময়েই উত্তর যোগায়, তিনি বললেন, যখন লাল মদিরা ওঁদের সুন্দর গণ্ডে রক্তাভ প্রলেপ মেখে দেবে, তখন ওঁরা আমাদের কথা বলে নীরব করে দেবেন।

য়্যান বোলেন বললেন, লর্ড স্যানডী, আপনি দেখছি আমুদে শিকারী।

এমন সময় নেপথ্যে কোলাহল শোনা গেল। একদল মুখোসপরা লোক এসে হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। এদের মধ্যে মেষপালকের বেশে রাজাকে চেনা যায়। দলটি কার্ডিনালের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানালে।

লর্ড চেম্বারলেন জানালেন, এঁরা বিদেশী, এঁরা ইংরেজী জানেন না। এঁরা এই আসরের কথা শুনতে পেয়ে এসেছেন, আপনার কাছে অনুমতি চাইছেন, যাতে সুন্দরীদের সৌন্দর্য প্রাণ ভরে দেখতে পারেন, তাঁদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক আনন্দে কাটিয়ে যেতে পারেন।

উলসী একথা শুনে বললেন, ঐ অতিথিরা তো আমার এই বিষণ্ণ গৃহের শোভা বর্ধন করেছেন। এই জন্যেই আমি তাঁদের সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁরা নিজের নিজের সঙ্গিনী বেছে নিন, চলুক নাচ!

ছদ্মবেশী রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা এক-একজন নৃত্য-সঙ্গিনী বেছে নিলেন। রাজার সঙ্গিনী হলেন সুন্দরী য়্যান বোলেন।

রাজা য়্যান বোলেনকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বললেন, এমন

সুন্দর হাত তো কখনো ছুঁইনি। সুন্দরী তোমাকে তো আগে কখনো দেখি নি।

বাজনা বেজে উঠল, নৃত্য শুরু হল। জোড়ায় জোড়ায় নাচছেন মুখোসধারী রাজা ও তাঁর সঙ্গীদল।

উলসী দেখছেন তাঁর টেবিলে বসে, তিনি লর্ড চেম্বারলেনকে ডাকলেন, শুনুন!

বলুন প্রভু! ছুটে এলেন লর্ড চেম্বারলেন।

উলসী বললেন, শুনুন, আমার চেয়ে ওদের মধ্যে যদি কেউ শ্রেষ্ঠ থাকেন, তাহলে আমি সাদরে তাকে আমার আসন ছেড়ে দেব— একথা বলতে পারেন।

চেম্বারলেন গিয়ে মুখোসধারীদের কানে কানে কি বললেন, তারপরে ফিরে এলেন।

কি বলেন ওঁরা? উলসী শুধালেন।

ওঁরা স্বীকার করলেন, ওঁদের মধ্যে একজন আছেন বটে! কিন্তু প্রভুকে তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

উলসী রাজাকে চিনেছেন, তাই চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, চলুন, খুঁজে বের করি!

তিনি আসন ছেড়ে উঠে এলেন, সমাগত অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন, আজকের আসরের শ্রেষ্ঠ অতিথিকে আমি বরণ করছি। আসুন রাজা! এই বলে ছদ্মবেশী রাজার সুমুখে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলেন।

রাজা তাড়াতাড়ি মুখোস ফেলে বললেন, হাঁ, কার্ডিনাল, আপনি তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সুন্দর আপনার আসর, আপনি গীর্জার মানুষ, নইলে আপনার প্রতি হয়ত অবিচারই করতাম।

উলসী হেসে বললেন, প্রভু যে সুখী এতেই আমার সুখ।

রাজা এবার লর্ড চেম্বারলেনকে ডাকলেন, য়্যান বোলেনের দিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ সুন্দরীটি কে?

চেম্বারলেন জানালেন, প্রভু, উনি স্যার টমাস বোলেনের কন্যা। রচফোর্ডের ভাইকাউন্ট—স্যার টমাস। কন্যাটি রাণীর সহচরী।

সুন্দরী, অপূর্ব সুন্দরী, মধুমতী। আমি তো চুম্বন না করে ভুল করেছি। আসুন সবাই আবার নাচি।

উলসী বললেন, স্যার টমাস লোভেল, ভোজ প্রস্তুত?

হাঁ, প্রভু, লোভেল উত্তর দিলেন।

উলসী রাজাকে বললেন, প্রভু মনে হয় নৃত্যের পরে খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে আছেন।

হাঁ, বড়ই উত্তেজনা হয়েছে, রাজা বললেন।

অপর কক্ষে চলুন, সেখানে বিশুদ্ধ বায়ু পাবেন।

তাহলে, মহিলাদেরও নিয়ে চলুন কার্ডিনাল। কার্ডিনাল ঐ মহিলাদের জন্য বহুবার আমাকে স্বাস্থ্য পান করতে হবে। তারপরে আবার ওদের সঙ্গে নাচব। তারপরে স্বপ্ন দেখব, কাকে আমাদের ভাল লাগে। বাদ্য বেজে উঠুক, চলুক নাচ।

বাদ্য বেজে উঠল। রাজা এসে য়্যান বোলেনের হাত ধরলেন।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

ওয়েষ্ট মিনিস্টার অঞ্চলের একটি পথ। সেই পথে ভিড় নেই। ছুচারজন মানুষ যাওয়া-আসা করছে। এদেরই মধ্যে ছুটি পরিচিত মানুষ দেখা হয়ে গেল। প্রথম দ্বিতীয়কে শুধালে,

আরে অতো তড়িঘড়ি ছুটেছ কোথায়?

যাচ্ছি আদালতে, সেখানে গিয়ে জানব, আমাদের বার্কিংহামের কি হল।

তোমাকে আর ছুটতে হবে না, আমি তোমার পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিচ্ছি। শোনো, ডিউক তো আদালতে এলেন, এসে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন। আইনের বিধানকে হারিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে। আর রাজপক্ষের উকীল অমনি সাক্ষীদের জেরা প্রমাণ আর স্বীকৃতির জোরে সেগুলি নাকচ করে দিতে চাইলেন। ডিউক সেগুলি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তাই হাকিমেরা তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করলেন। জীবন বাঁচাবার জন্যে অনেক বললেন, কিন্তু কিছুই হল না

কিন্তু কেমন ছিল তাঁর ভাবখানা? দ্বিতীয় শুধালে।

যখন মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনলেন, দর-দর করে তাঁর ঘাম ঝরতে লাগল।

তিনি উত্তেজিত হয়ে কি যেন বললেন। কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। তিনি এবার হলেন ধীর সহিষ্ণু।

মৃত্যুকালে তিনি তাহলে ভয় পাবেন না?

না। তিনি কখনো তেমন নন। হয়তো একটু দুঃখই তাঁর হবে।

কার্ডিনালটিই নাটের গুরু।

তাইতো মনে হয় ?

সাধারণ মানুষ সবাই তাকে ঘৃণা করে। আমি তো চাই, ও ডুবে মরুক সাগরের জলে! এই ডিউক তো ছিলেন দাতা, তিনি ছিলেন বিনয়ের অবতার—

প্রথম বললে, ঐ দেখ—যাঁর কথা বলছ,—সেই হতভাগ্য মানুষটি আসছেন।

বার্কিংহামকে নিয়ে রক্ষীরা প্রবেশ করল। তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। রাণীদের সঙ্গে আছেন স্যার টমাস লোভেল, স্যার নিকোল্ড ভন, স্যাণ্ডো। আর আছে জনসাধারণ।

এস—কাছে গিয়ে দেখি—দ্বিতীয় বললে।

বার্কিংহাম নত মস্তকে কি যেন ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, তিনি এবার মাথা তুলে বললেন,

ভাইসব, তোমরা সৎ মানুষ—আমার এই দশায় তোমরা করুণা করেই এসেছ। এবার আমার কথা শোন। তারপরে বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাকে ভুলে যাও! আমি আজ রাজদ্রোহী প্রমাণিত হয়েছি বিচারে, আর রাজদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি বিশ্বাসী। যারা বাকিংহামকে ভালবাসে, তারা যেন তার জন্যে প্রার্থনা করে—আমার আত্মার স্বর্গকামনা যেন করে।

লোভেল কাছে এসে বললেন, আমার বিরুদ্ধে যদি কোন বিদ্বেষ আপনি পোষণ করে থাকেন বাকিংহাম, আজ তার জন্যে ক্ষমা চাই।

বাকিংহাম বললেন, স্যার টমাস, আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম, আবার আমাকেও ক্ষমা করবেন। সবাইকেই ক্ষমা করলাম। আমার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্যতম অভিযোগ, আমি তো সেগুলি নিয়ে মরতে চাই না, কৃষ্ণ কুটিল ঈর্ষা তো আমার সমাধিতে স্বাক্ষর

রাখবে না। মহারাজকে আমার কথা বোলো। তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

স্যার টমাস এবার বললেন, আমি আপনাকে নদী পর্যন্ত নিয়ে যাবার ভার পেয়েছি। এবার আপনার ভার নেবেন স্যার নিকোলাস।

স্যার নিকোলাস বললেন, আপনার জন্য সুসজ্জিত তরণী অপেক্ষা করছে।

বাকিংহাম বললেন, না, স্যার নিকোলাস—আমার জাঁকজমক তো এখন বিদ্রূপ হয়েই দেখা দেবে। আমি ছিলাম ডিউক, এখন আমি হতভাগ্য এডওয়ার্ড। আমার পিতা বিনাবিচারে প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার বিচার হয়েছে, এতে আমি আমার পিতার চেয়ে কিছুটা ভাগ্যবান। কিন্তু দুজনেই নিজেদের অনুচরের দ্বারা প্রতারিত হলাম। অথচ তারা ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় অনুচর। এতো এক বিশ্বাসঘাতকতার চরম দৃষ্টান্ত। আমার একটা কথা আপনারা শুনুন। আমার জন্য প্রার্থনা করুন। আমার ক্লান্ত জীবনের শেষে আমি উপনীত, আজ তাই বিদায় চাই। যখন আপনারা কোনো দুঃখের কথা বলবেন, আমার এই পরিণতিই যেন আপনাদের মনে পড়ে। আমার দিন ফুরিয়েছে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

বাকিংহামকে নিয়ে রক্ষীরা চলে গেল। স্যার টমাস লোভেল ও স্যার নিকোলাসও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। রইল শুধু জনতা। আর দুই ভদ্রলোক।

প্রথম বললে, বড়ই দুঃখের কথা। যারা একাজের কাজী, তাদের উপর পড়ুক অভিশাপ।

দ্বিতীয় মন্তব্য করলে, ডিউক যদি নির্দোষ হন, তাহলে এ বড় দুঃখের কথা। আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় এক সর্বনাশের কথা বলতে পারি।

না, না, ঈশ্বর, সর্বনাশ থেকে বাঁচান! কি ব্যাপার বল তো?

রাজা আর রাণীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা শুনছি—তুমি শোননি? পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল ক্যাম্পাস এসেছেন। বোধ হয় এই ব্যাপারেই।

প্রথম বললে, এ তাহলে কার্ডিনাল উলসীরই কারসাজি।

তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু রাণীকে সইতে হল কেন? কার্ডিনালের অভিসন্ধি পূর্ণ হবে, কিন্তু রাণীর তো তাতে সর্বনাশ।

বড় দুঃখের কথা, কিন্তু প্রকাশ্যে তো এর আলোচনা হতে পারে না, চল ঘরে গিয়ে আলোচনা করি।

তারা দুজনে জনতার ভিড়ে মিশে গেল।

॥ দুই ॥

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে লর্ড চেম্বারলেন, নরফোক আর সাফোকের ডিউক বসে আলাপ করছিলেন।

রাজার কথাই শুধালেন দুই ডিউক, লর্ড চেম্বারলেন রাজার সরকারের কাজ করেন। রাজার পুরীর সব ভার তাঁর উপরে। তিনি তাই রাজার মর্জিরও খবর রাখেন। তিনি বললেন,

তিনি মন মরা।

কারণ কি?

লর্ড চেম্বারলেস জানালেন, নিজের ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করে তাঁর বিবেক বড় চঞ্চল।

না, তা নয়, সাফোক বললেন, তাঁর বিবেক এখন অন্য মহিলার কাছে ছুটেছে।

হাঁ, তাই তো শুনেছি, নরফোক বললেন। এ কার্ডিনালের কাজ।

রাজা একদিন তাকে চিনতে পারবেন।

তাই যেন চিনতে পারেন, সাফোক বললেন, তাছাড়া নিজেকেও তিনি চিনতে পারবেন না।

নরফোক বিস্মিত। তিনি বললেন, কি অসম সাহসেই না কার্ডিনাল কাজ করে চলেছেন। রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাটের সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ এনেছেন। শুধু তাই নয়, এবার রাজার আত্মায় বুনে দিচ্ছেন সন্দেহ, হতাশা, ভীতি—আবার এসবের কারণ যে বিবাহ তাও জানাচ্ছেন। এখন বিবাহ-বিচ্ছেদই ঐ কার্ডিনালের কামনা। যে রাণী আজ বহু বছর ধরে রাজার কণ্ঠের মণি হয়েছিলেন, কখনো যাঁর জ্যোতি ম্লান হয়নি—যিনি রাজাকে দেবীর মতোই ভালোবাসেন, সেই রাণীকেও আজ ত্যাগ করবার জন্য প্রণোদিত করছেন উলসী—এই হচ্ছে উলসীর ধর্মের পথ।

অমন পরামর্শ থেকে যেন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন, চেম্বারলেন বললেন। খবর সত্য, সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে খবর, সবাই আলোচনা করছে, আর সবাই কাঁদছে। ঈশ্বর একদিন রাজার চোখ খুলে দেবেন, উনি কতদিন আর ঘুমিয়ে থাকবেন। কতদিন আর ঐ লোকটার মায়ায় বদ্ধ থাকবেন?

আহা তাই যেন হয়, আমরা যেন দাসত্ব থেকে মুক্তি পাই।

নরফোক বললেন, আমাদের মুক্তির জন্য কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করাই উচিত। ঐ লোকটা নয়তো আমাদের ডিউক থেকে দাসে পরিণত করে দেবে। কারো সম্মানই তার কাছে সম্মান নয়। চলুন, এবার আমরা রাজার কাছে যাই, তাঁর এই বিষণ্নতা থেকে তাঁকে চাঙ্গা করে তুলি। লর্ড চেম্বারলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

লর্ড চেম্বারলেন জানালেন, রাজা আমাকে অন্য কাজে পাঠিয়েছেন।

আর আপনাদেরও দেখা করার পক্ষে এটা অসময়।

লর্ড চেম্বারলেন চলে গেলেন। কক্ষের পর্দা সরে গেল। দেখা গেল, রাজা বই পড়ছেন বসে। মুখ তাঁর ম্লান।

সাফোক ফিসফিস করে বলে উঠলেন, দেখুন, দেখুন, কি ম্লান ওঁর মুখ, উনি মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন।

রাজা এতক্ষণ দেখেননি, এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কে?

নরফোক বলে উঠলেন, আমাদের উপর কুপিত হবেন না মহারাজ!

রাজা বলে উঠলেন, কে তোমরা, আমার নিভৃত চিন্তায় বাধা দিতে এসেছ?

নরফোক এগিয়ে এসে বললেন, মহান রাজা তো সমস্ত দোষই ক্ষমা করেন। আমরা রাজকার্যেই এসেছি।

যাও—চলে যাও! রাজকার্যের সময় আছে। এই কি সে সময়? রাজা বলে উঠলেন।

এমন সময় উলসী ও ক্যাম্পিয়াস এসে হাজির হলেন। রাজা তাঁদের দেখে বলে উঠলেন—কে কার্ডিনাল! আমার বিবেক ক্ষত-বিক্ষত, তুমি তো তাতে শান্তির প্রলেপ দিতে এলে। কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্বাগত কার্ডিনাল! আসুন!

উলসী জানালেন, মহারাজ, আমাদের এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। আমাদের কিছু পরামর্শ আছে।

রাজা নরফোক আর সাফোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা ব্যস্ত। আপনারা চলে যান।

নরফোক ও সাফোক চলে গেলেন।

উলসী বললেন, আপনি সারা খ্রীষ্টান পৃথিবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন মহারাজ। রোম বিচারের কর্তা। আপনারই অনুরোধে রোম থেকে মহান ধর্মগুরু পাঠিয়েছেন এই কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াসকে—আমি মহারাজের সঙ্গে আর একবার কার্ডিনালের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

আমিও আবার তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি, রাজা হাত বাড়িয়ে দিলেন। ধর্মজগৎ যে আমার কাছে এমন একজন জ্ঞানীকে পাঠিয়েছেন, এজন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ক্যাম্পিয়াস উত্তর দিলেন, মহারাজ, আপনি মহামনা। আপনি অপরিচিতের প্রেমধন্য পুরুষ, রোম আমাকে পাঠিয়েছেন প্রতিনিধি হিসেবে, এই বিচারের ভার আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন। তাঁরা চান পক্ষপাতশূন্য বিচারক।

আপনি যে কারণে এসেছেন, রাজা বললেন, সেকথা রাণীকে এখুনি জানানো হবে।

উলসী চতুর, তিনি বললেন, মহারাজ, মহারাণী আপনার প্রিয়তমা পত্নী। তাঁকে আপনি নিশ্চয়ই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন। তার চেয়ে বহু বহু অংশে হীনতমা নারীরাও তাঁদের সমর্থনের জন্যে বিদ্বানদের সাহায্য পেয়ে থাকেন। সেই বিদ্বানেরা তাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

রাজা বললেন, রাণীও তাঁদের সাহায্য পাবেন।

রাজা গার্ডিনারকে ডেকে পাঠালেন। গার্ডিনার তাঁর একজন সহকারী এবং প্রিয়। গার্ডিনার রাণীর পক্ষের উকিল হবেন, এই সাব্যস্ত হল। কিন্তু কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস হঠাৎ উলসীকে শুধালেন, গার্ডিনারের পূর্বে যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি নাকি উলসীর ব্যবহারে পাগল হয়ে যান!

উলসী উত্তর দিলেন, লোকটা ছিল নির্বোধ।

রাজা রাণীর কক্ষে গার্ডিনারকে পাঠালেন। বিচার শুরু হবে, উলসী তার ব্যবস্থা করবেন।

রাজা এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মধুরা পত্নী, মধুরাভাষিণী রাণী—তাকে ছাড়তে কি দুঃখ হয় না? কিন্তু বিবেক, বিবেক! এ বড় কোমল স্থান—বুক চেপে ধরলেন রাজা। তারপর আবার বলে উঠলেন, তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে।

॥ তিন ॥

প্রাসাদ। অন্তঃপুর। য়্যান বোলেন ও একটি বৃদ্ধা এসে প্রবেশ করলেন কক্ষে। এঁরা দুজনেই রাণী ক্যাথেরিনের সহচরী। তাই এঁদের ক্ষোভের আর সীমা নেই।

য়্যান বললেন, অমন রাণী, যাঁর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, যিনি কারো কোন অনিষ্ট করতে জানেনা—আজ তাঁকে কিনা ত্যাগ করতে হবে? আহা, এমন কথা শুনলে যে রাক্ষসেরও করুণা হয়।

হাঁ, বৃদ্ধা বললেন, যার যত কঠিন হৃদয় হোক, সেও রাণীর জন্য কাঁদবে।

এর চেয়ে এই রাণীগিরি না পেলেই হোত। য়্যান বোলেন বলে উঠলেন। নীচু ঘরে জন্মানো ভাল, সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা আরো ভাল। এই যে দুঃখ, এ দুঃখ তো পেতে হয় না। এযে সোনার দুঃখ, সোনা মাখা দুঃখ। আমি তো অমন রাণীগিরি কখনো চাইনে।

বৃদ্ধা বললেন, তোমার তো রাণী হওয়াই উচিত। তুমি সুন্দরী, তুমি বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, এহেন নারীর কাছে সম্মান, ঐশ্বর্য, রাজ-মহিমা তো আশীর্বাদ।

না, না, চিৎকার করে উঠলেন য়্যান বোলেন।

তুমি রাণী হবে না?

না, না, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পেলেও না। আবার আমি হলপ করে বলছি, কিছুতেই রাণী হব না।

দেখ, দেখ কে আসছে, বৃদ্ধা নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন।

লর্ড চেম্বারলেন এসে প্রবেশ করলেন। তিনি ভদ্রমহিলাদের

স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনাদের মন্ত্রণার কথা জানতে হলে কত মূল্য দিতে হবে জানতে পারি কি ?

য়্যান উত্তর দিলেন, আমরা আমাদের মহারাণীর ভাগ্যের কথা বলাবলি করছিলাম।

যাঁরা সৎস্বভাবা, তাঁরাই তা করবেন। কিন্তু আশা হচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়! য়্যান বললেন।

চেম্বারলেন বললেন, কোমল হৃদয় আপনার। যাঁর অমন হৃদয়, তাঁর উপরে তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। মহারাজেরও আপনার সম্বন্ধে মতামত ভাল, তিনি আপনাকে পেমব্রোকের মার্সিয়নেস উপাধিতে সম্মানিত করতে চান। ঐ উপাধির সঙ্গে বার্ষিক একহাজার পাউণ্ড ভাতাও বরাদ্দ হল।

য়্যান সংবাদ শুনে অভিভূত। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, জানিনা, কি করে আপনাকে আনুগত্য জানাব। লর্ড চেম্বারলেন, আপনি আমার হয়ে মহারজাকে ধন্যবাদ জানাবেন। এক লজ্জাশীলা দাসীর প্রভু মহারাজকে এই ধন্যবাদ।

আমি মহারাজকে জানাব, এই বলে লর্ড চেম্বারলেন চলে গেলেন।

য়্যান বেয়লেস এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিস্মিত, উচ্ছ্বসিত। তিনি বলে উঠলেন, আমার রাজা. আমার প্রভু!

বৃদ্ধা অমনি বললেন, এই তো, এই তো ভাগ্যের সিঁড়ি—ভাগ্যের সড়ক। দেখ—দেখ—আজ ষোলো বছর দরবারে আছি, ভিক্ষাজীবী হয়েই কাটছে কিন্তু ভাগ্য যাকে দেয় তাকে এমনি করেই দেয়। না চাইতেই সে পায়।

আমার কাছেও যে এ এক বিস্ময়, য়্যান বলে উঠলেন।

কেমন লাগছে গো? বৃদ্ধা বিদ্রূপ করে বললেন। তেতো লাগছে না কি? এক গল্প শোন। এক ছিলেন সম্ভ্রান্ত মহিলা,

তিনি বলতেন কস্মিনকালেও রাণী হবেন না। রাণীগিরিতে তাঁর আস্থা নেই। শুনেছ সে গল্প?

থাক, থাক। ও গল্প থাক।

তা বটে, তোমার গল্প তার চেয়েও খাসা। পেমব্রোকের মার্সিয়নেস, আবার হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ। কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। তার মানে, আরো অমন হাজার হাজার আসবে।

য়্যান এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, দেখুন, আপনি যত ইচ্ছে কল্পনার রাশ ঢিলে দিয়ে ছোটাতে পারেন, কল্পনায় মশগুল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু আমাকে বাদ দিন। রাণীর কথা ভেবেই আমি চিন্তিত।

তাঁর তো সান্ত্বনা নেই, আমরা তাঁর সহচরীরা তাঁর সম্পর্কে উদাসীন।

আমার একান্ত অনুরোধ, এখানে যা শুনলেন, তা তাঁকে জানাবেন না।

তুমি আমাকে কি ভাব? বৃদ্ধা বলে উঠলেন।

দুজনে এবার কক্ষ থেকে চলে গেলেন, দৃশ্যেরও পরিবর্তন হল।

॥ চার ॥

ব্লাকফ্রায়ারের একটি বিরাট হলঘর। সেখানে বসেছে বিচারসভা। রাজা, কার্ডিনাল দুজন, ক্যাণ্টারবারীর মহা ধর্মযাজক চারজন বিশপ ও অভিজাত ব্যক্তিরা আসীন। কিছু পাদ্রী এবং ঘোষণাকারীদেরও দেখা যাচ্ছে। রাণী ক্যাথেরিনও আছেন সভায়। তাঁর সম্পর্কেই বিচার। রাজা ও রাণীর বিবাহ ঠিক কিনা বহু বৎসর পরে আজ সেই প্রশ্নই উঠেছে। তারই সমর্থনের জন্য এখানে তাঁরা সমবেত।

রাণী তাঁর আসনে পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন। চারি-দিকে গুঞ্জন উঠছে। এবার উলসী দাঁড়িয়ে বললেন, রোম থেকে এসেছে অনুজ্ঞা, সে অনুজ্ঞা পাঠের পূর্বে আমি নীরবতাই কামনা করি।

রাজা বললেন, তার প্রয়োজন কি কার্ডিনাল? সর্বসাধারণের সমক্ষে তা পড়া হয়েছে—অযথা সময় নষ্ট করবেন না। বিচার শুরু হোক।

বেশ, তাই হোক! উলসী বসে পড়লেন।

ইংলণ্ডের রাজা হেনরী হাজির? ঘোষণাকারী শুধালে?

হাজির, হেনরী উত্তর দিলেন।

ইংলণ্ডের রাণী ক্যাথেরিন আদালতে হাজির।

রাণী নীরব, শুধু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আদালত গৃহে ঘুরতে ঘুরতে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পদতলে পড়ে বললেন,

মহারাজ, আমি ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি। আমার প্রতি করুণা করুন মহারাজ। আমি দীনহীনা, আমি তো বিদেশিনী, ন্যায়ের সমতা তো আমি পাব না। আমার কি অপরাধ বলুন। কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন? আমি তো আপনার পতি-ব্রতা পত্নী, আপনার ইচ্ছারই আমি দাসী, আপনার ক্রোধের ভয়ে ভীতা। কবে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছি প্রভু? আপনার কোন বন্ধুকে শত্রু জেনেও সমাদর করিনি? প্রভু মনে রাখবেন, বিশ বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গিনী। আপনার বহু সন্তানের আমি জননী। এই দীর্ঘ কালে কখনো যদি আপনার বা আপনার সম্মানের হানি করে থাকি, তাহলে আমাকে দূর করে দিন। নিন্দায় দেশ মুখর হয়ে উঠুক। আমাকে ত্যাগ করুন। বিচারের আমোঘ ন্যায়দণ্ড আমার উপর আপতিত হোক। আমার পিতা ফার্ডিনান্ড স্পেনের রাজা। তিনি একজন জ্ঞানী নরপতি বলেই খ্যাত। তিনি এবং আপনার

খ্যাতনামা পিতা যখন এই বিবাহ সম্বন্ধ করেছিলেন, তখন তাঁরা জ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়েই করেছিলেন—আর সে বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছিল। আমাকে সময় দিন, আমি আমার স্পেনের বন্ধুগণের সাহায্য চাই। যদি সাহায্য না পাই, তাহলে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

উলসী বললেন, ভদ্রে! এখানে আপনার পছন্দ মতো বিখ্যাত যাজকদের আমরা এনেছি—এঁরা যেমন বিদ্বান তেমনি চরিত্রবলে বলীয়ান। আপনার পক্ষ সমর্থনেই তাঁরা এসেছেন। তাই সময় চাওয়ার কথা উঠতেই পারে না।

ক্যাম্পিয়াস রোমের প্রতিনিধি। তিনি বললেন, আমাদের কার্ডিনাল ঠিকই বলেছেন। তাই ভদ্রে, এখন বিচার শুরু হওয়াই উচিত। এখন আমরা সওয়ালে জবাব শুনব।

রাণী ক্যাম্পিয়াসের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, লর্ড কার্ডিনাল, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলছি।

বলুন ভদ্রে? উলসী শুধালেন।

ভদ্র, আমার কান্না ঠেলে উঠছে। কিন্তু আমি যে রাণী, আমি যে রাজকন্যা। আমার চোখ তো কাঁদতে জানেনা, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ঝরায়।

ভদ্রে, আপনি শান্ত হোন! উলসী বললেন।

আপনারা যখন শান্ত হবেন, তখন আমিও হব। আমার মনে হয় কোনো ঘটনায় আপনি আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছেন, ক্যাথেরিন বললেন। কিন্তু আপনি তো আমার বিচারক হতে পারেন না। আপনিই রাজা আর আমার মধ্যে এই বিদ্বেষের বীজ উপ্ত করেছেন। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি তো আমার বিচারক হতে পারেন না। আমি আপনাকে আমার সবচেয়ে বিরোধী শত্রু বলে মনে করি। আপনি সত্যের সহায় নন, সত্যাসন্ধী নন, আপনি মিথ্যার সঙ্গী।

উলসী বিচক্ষণ কূটরাজনীতিজ্ঞ; তিনি মৃদু হেসে বললেন, ভদ্রে, আপনি প্রকৃতিস্থ নন, তাই একথা বলছেন। ভদ্রে, আমার প্রতি এ আপনার অবিচার। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষই নেই, আপনার কাছে আমি কোনো অন্যায় করি নি। রোম বিধান পাঠিয়েছেন। আমি জানতাম, আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনার মূলে আমি, আমি তা অস্বীকার করছি। মহারাজ এখানে উপস্থিত। তিনিই সব জানেন। তিনিই আপনার এই অন্যায় অভিযোগ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেবেন, আপনার আমার বিরুদ্ধে এই চিন্তা ও মুছে দেবেন। তাই আপনাকে আমার অনুরোধ, এ কথা বলবেন না।

ক্যাথেরিন আর্তনাদ করে উঠলেন, প্রভু, প্রভু! আমি একা স্ত্রীলোক, আমি দুর্বলা—আপনাদের এ ধূর্ততার বিরুদ্ধে আমি অসহায়। কার্ডিনাল আপনি নম্র, ধীর, কিন্তু ঐ নম্রতার ভিতরে রয়েছে ধূর্ততা। আর সেই ধূর্ততা পরিপুষ্ট হয়েছে রাজার অনুগ্রহে। আপনি সৌভাগ্যের উত্তুঙ্গে উঠেছেন। এখন ক্ষমতাই আপনার অনুচরী। আপনার কথাই এখন অনুজ্ঞা, আদেশ। কিন্তু একথা আপনাকে বলি, আপনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ—আপনি তো আমার বিচারক নন।

আমি এখানে দাঁড়িয়ে ধর্মজগতের গুরু পোপের কাছে আবেদন জানাই—তিনি আমার বিচার করুন।

রাণী ক্যাথেরিন এই বলে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে সভা থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন, মহারাণী অবাধ্য হচ্ছেন, তিনি বিচার চান না। তিনি বিচারসভাকে অভিযুক্ত করছেন, তিনি এই সভাকে অমান্য করছেন। তিনি চলে যাচ্ছেন।

তাঁকে ডাকা হোক। রাজা বলে উঠলেন।

রাণী চলে যাচ্ছেন। এবার ঘোষণাকারী চিৎকার করে উঠল।

ইংলণ্ডের রাণী ক্যাথেরিন, আপনি আদালত গৃহে আস্থন!

রক্ষী বললেন, মহারাণী, আপনাকে বিচারসভা আহ্বান জানাচ্ছেন।

রাণী হলঘরের ভিতর দিয়ে দৃপ্তা সিংহীর মতো চলে যাচ্ছেন। তিনি পেছন ফিরে বললেন,

কি প্রয়োজন? তোমরা পথ ছাড়ো। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে ঐ বিচারসভা। আমি এখানে আর মুহূর্তও থাকব না! রাণী এই বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে মিলিয়ে গেলেন হলের প্রান্তে। তাঁর অনুচরীরাও চলে গেল।

সভাগৃহে সবাই নীরব, এবার রাজা অষ্টম হেনরী বলে উঠলেন, যাও রাণী, যাও!

কিন্তু বিচারের কি হবে মহারাজ? উলসী বললেন। আমাকে অব্যাহতি দিন!

তাই দিলাম কার্ডিনাল! রাজা বললেন, কিন্তু আপনাকে এক কাজ করতে হবে ধর্মজগতের প্রতিনিধি। আমাদের এই বিবাহকে আইনতঃ সিদ্ধ প্রতিপন্ন করতে হবে।

ক্যাম্পিয়াস বললেন, মহারাজ, রাণী এখন অনুপস্থিত, তাই আজ বিচার মুলতুবী থাক। ইতিমধ্যে রাণী যে পোপের কাছে আবেদন করেছেন, সে আবেদন হয় প্রত্যাহার করতে হবে, নয় তো আবেদনের কি উত্তর আসে তার জন্যে বিলম্ব করতে হবে।

রাজা উত্যক্ত হয়েছেন; তিনি আপন মনে বললেন, কার্ডিনালরা দেখছি আমাকে তুচ্ছ করছে। আমি রোমের এই চাতুর্য ঘৃণা করি। সভা ভঙ্গ হোক।

বিচার সভার প্রহসন শেষ হল। রাজা অষ্টম হেনরী বিবাহ-বিচ্ছেদ চান, এ বিচ্ছেদ তাঁকে দিতেই হবে। রোম আছেন তাঁর সাহায্যে। উলসী আছেন ধর্মজগতের প্রতিনিধি। রাজার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে হবে। তাই রাণীর মর্মন্তুদ আবেদন বৃথা হল। রাণী চলে গেলেন অন্তঃপুরে। রাজা আবার হয়তো উলসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসবেন।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

দুঃখিনী রাণী ক্যাথেরিন আছেন অন্তঃপুরে। রাজার অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিতা। নিজের মনে মনে কাঁদেন, আবার কখনো বুনতে বসেন। সেদিন একজন অনুচরীর সঙ্গে বসে বুনছিলেন। হঠাৎ সেলাই রেখে এক দীর্ঘনিঃশাষ ফেলে বললেন, ওলো বোনা রাখ। বীণা নিয়ে বাজা! আমার হৃদয় দুঃখে ভারী, গান গেয়ে শোনা! যদি পারিস তো আমার এ ভার লাঘব কর্। নাও, বোনা রাখ। অনুচরী সেলাইয়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বীণা নিয়ে বসল। বীণার ঝংকার উঠল, কণ্ঠে তান।

অরফিউস, সেই বাদক অরফিউস
বীণায় ঝংকার তোলেন তিনি
কণ্ঠে তোলেন তান।
তাঁর সুরের বন্যায় গাছের শাখা
নুয়ে নুয়ে পড়ে
উদ্ভিদ চোখ মেলে, ফুল ফোটে।
এমন কি—গর্জমান সমুদ্র তরঙ্গ
মন্ত্রশান্ত হয়ে থাকে, এলিয়ে পড়ে
সুরে বিবশ হয়ে।
গান তো এমনি, এমনি মধুর!
তার মধুরিমায় তো ভাবনা দূরে যায়
হৃদয়ের দুঃখ ঘুমিয়ে পড়ে,
লোপ পায়।

একজন অনুচর এসে প্রবেশ করল। রাজ-অন্তঃপুরের অনুচরীরা যেমন অভিজাত বংশীয়া, অনুচরেরাও তাই। অনুচর এসে জানালে, দুই কার্ডিনাল মহারাণীর দর্শনপ্রার্থী। বুকের ব্যথা সঙ্গীতে লাঘব হয়েছিল, আবার তা জেগে উঠল। রাণী শুধালেন,

ওঁরা কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?

মহারাণী, তাঁরা সেই ইচ্ছাই জানিয়েছেন।

বেশ তাঁদের আসতে বল। রাণী বললেন।

অনুচরটি চলে গেল।

রাণী আপনমনে বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের কি কথা থাকতে পারে? আমি তো দুঃখিনী, রাজার অনুগ্রহে বঞ্চিতা। ওঁদের আসাটা তো আমার ভাল লাগছে না। টুপী মাথায় দিলেই তো সন্ন্যাসী হয় না!

কার্ডিনাল উলসী ও ক্যাম্পিয়াস এসে এবার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মহারাণীর শান্তি কামনা করি, হাত তুলে জানালেন কার্ডিনাল উলসী।

আপনাদের কি অভিপ্রায়ে আগমন? রাণী শুধালেন।

উলসী অনুচরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কক্ষান্তরে যাও। মহারাণীর সঙ্গে আমাদের জরুরী কথা আছে।

এখানেই বলুন। রাণী জানালেন, আমার বিবেক এখনো বিশুদ্ধ, এমন কোনো পাপ আমি করিনি, যার জন্যে নিভৃত স্থান চাই। আপনাদের কি বক্তব্য বলুন। সত্য খোলাখুলিই চায়, মিথ্যার জন্য চাই গোপনতা।

উলসী লাতিন ভাষায় কথা কয়ে উঠলেন; যাতে রাণীর সহচরীরা না বোঝে।

রাণী বাধা দিলেন, না, না, লাতিন নয়। ঐ বিদেশী ভাষা, আমার ব্যাপারকে আরো অদ্ভুত করেই তুলবে। তাতে সন্দেহের

উদ্রেক করবে। ইংরেজী ভাষায় বলুন কার্ডিনাল। যদি সত্য কথা বলেন, আমার এই অনুচরীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে ধন্যবাদ দেবে। তাদের দুঃখিনী সখীর জন্য তবু কথা বলার মানুষ আছে বলেই ভাববে। কার্ডিনাল, বিশ্বাস করুন, বহু অবিচার এই দুঃখিনী সয়েছে। আমার পাপের ফিরিস্তি ইংরেজীতেই অনুগ্রহ করে দিন।

উলসী একটু বা বিচলিত। তবু সংযত স্বরে বললেন, ভদ্রে, আমাকে রাজার এই কাজ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমরা তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসিনি, আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও আমাদের কাম্য নয়। শুধু আমরা জানতে চাই, রাজার সঙ্গে আপনার যে বিরোধ সেটা কতখানি গভীর। আর তার উপরেই আমাদের মতামত নির্ভর করবে।

আপনারা সৎ লোকের মতো কথা বলছেন, রাণী বললেন, আপনাদের ধন্যবাদ! আপনাদের সততা যেন অপ্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের কাছে এই আমার প্রার্থনা। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ কথার উত্তর তো চট করে দেওয়া চলে না। এতে যে আমার নিজের সম্মান নিহিত, আমার জীবনের যে এর উপরই ভিত্তি। আমি কি করে এমন প্রশ্নের উত্তর আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণীর কাছে দেব? জানি না। আমাকে সময় দিন, আমি পরামর্শ করি। আমি স্ত্রীলোক, সহায়-সম্বলহীনা। আমার কোন আশা নেই, ভরসা নেই।

'মহারাণী, আপনি আপনার এই ভীতি দ্বারা রাজার প্রতি অবিচার করছেন। আপনার আশা অসীম, আপনার বন্ধু অগণন, উলসী বললেন।

রাণী বললেন, কিন্তু এমন কোন্ ইংরেজ আছেন, যিনি আমাকে পরামর্শ দেবেন? তাঁর কি সে সাহস হবে? রাজার বিরুদ্ধে এমন কোন্ বন্ধু আছেন যে আমার হয়ে বলবেন? তিনি যতই সৎ

হোন না কেন, তিনি তো রাজারই প্রজা। না না, আমার এখানে কোনো বন্ধু নেই, তাঁরা এখানে কেউ নেই! তাঁরা যদি থাকেন তো দূর দেশে আছেন, আমার পিতার দেশ স্পেনে আছেন।

ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন, মহারাণী, দুঃখ করবেন না, আমার পরামর্শ শুনবেন?

কি সে পরামর্শ? রাণী শুধালেন।

রাজার উপর নির্ভর করুন। তিনি সহৃদয়, তিনি স্নেহশীল। এতে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণই থাকবে। যদি বিচারে আইন আপনাকে দণ্ড দেয়, আপনাকে হৃতমান হয়েই বিদায় নিতে হবে।

রাণী ক্যাম্পিয়াসের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আপনারা আমার সর্বনাশ চান—তাই একথা বললেন। এই কি আপনাদের মহান খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ! আপনারা চলে যান! এখনো ঈশ্বর আছেন, আছেন বিচারক—যাঁকে রাজা বশীভূত করতে পারেন না।

আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন! ক্যাম্পিয়াস বলে উঠলেন। আপনার এ অহেতুক ক্রোধ।

আপনারা নির্লজ্জ! ফেটে পড়লেন রাণী ক্যাথেরিন। আপনাদের আমি পবিত্র যাজক ভেবেছিলাম, আপনাদের ভেবে ছিলাম মহান ধর্মের প্রতীক, কিন্তু আপনারা মহাপাপের প্রতীক! এতে কি আপনাদের আনন্দ জানি না। এক দুঃখিনীকে আপনারা অপমান করছেন! আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, ঈশ্বরের দিকে তাকান, হয়তো আমার দুঃখের বোঝা আপনাদের উপর পতিত হতে পারে।

কিন্তু আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। আমাদের মঙ্গল কামনাকে আপনি বিদ্বেষ ভাবছেন, উলসী বললেন।

রাণী গর্জে উঠলেন, আর আপনারা আমাকে মঙ্গল কামনায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন! আপনাদের ধিক—মিথ্যাবাদীদের

ধিক্! যদি তোমাদের ন্যায়-বোধ থাকত, তোমরা কি তাঁর হাতে আমার বিচারের ভার তুলে দিতে পারতে—যিনি বহুদিন আগেই আমাকে হৃদয় থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন? আমি প্রৌঢ়া, এখন তাঁর সঙ্গে আমার তো প্রেমের বন্ধন নেই, আছে বাধ্যতার বন্ধন। এর চেয়ে আর আমার দুর্ভাগ্য কি আছে? আমি পতিব্রতা পত্নী হয়ে এতদিন বাস করেছি। আমি গর্ব-ভয়ে বলতে পারি, আমার বুকে কোন সন্দেহ স্থান পায়নি। এখনো কি আমার তাঁর প্রতি প্রেম আছে? আমি ঈশ্বরের পরেই তাঁকে ভালবাসি। আমি তাঁর বাধ্য কিনা? আমি তাঁর একান্ত অনুগতা? আমি তাঁর সেবায় প্রার্থনার কথাও ভুলে যাই! আর তার কি এই পুরস্কার?

উলসী বললেন কিন্তু আপনি আমাদের কথা বুঝতে চাইছেন না।

আমি আপনাদের কথা কি জানি! রাণী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমি তো স্বেচ্ছায় আমার মর্যাদা ছেড়ে দিয়ে অপরাধিনী হতে পারব না। আপনাদের প্রভু বিবাহের সময় এই মর্যাদা দিয়েছিলেন, আমি তো তা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেব না। আমার এই মর্যাদা থেকে একমাত্র মৃত্যুই আমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।

আমার কথা শুনুন। উলসী রাণী ক্যাথেরিনের উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু রাণী তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। রাণীর মর্যাদার সঙ্গে মিশেছে স্বামীপ্রেম, পাতিব্রত্য। তিনি তাই বলে উঠলেন,

হায়, ইংলণ্ডের এই ভূমিতে যদি জীবনে পদার্পণ না করতাম! এখানকার তোষামোদে যদি না ভুলতাম! তোমাদের দেবদূতের মতো মুখ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে কি আছে ঈশ্বর জানেন! হায়রে, আমি যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দুঃখিনী!

অনুচরীদের দিকে তাকিয়ে রাণী বললেন, ওলো, তোরা কাঁদ!

তোদের ভাগ্য তো গেল। এক রাজ্যের সিংহাসনের পাদমূলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল! এখানে তো তোদের প্রতি করুণা নেই, বন্ধুত্ব নেই। কেউ তো আমাদের জন্য কাঁদবেও না! আমার সমাধির স্থানটুকুও এখানে নেই। আমি যেন লিলি ফুল। ছিলাম প্রস্তরের রাণী, কিন্তু সেদিন তো আর নেই! এখন ঢলে পড়েছি, এবার মৃত্যু আসবে ঘিরে।

উলসী ধীর কণ্ঠে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্যে সৎ, একথা যদি আপনি বুঝতেন তাহলে শান্ত হোতেন। আপনার প্রতি কেন আমরা অবিচার করব? কারণ কি? আমাদের পেশাই তো অবিচারের বিরুদ্ধে! আমরা দুঃখ থেকে মানুষকে আরোগ্য করি, দুঃখের বীজ তো বুনে দিইনে। আপনার ব্যবহার আপনাকে নিজেকেই আঘাত করছে। রাজার হৃদয় বাধ্যতায় গলে যায়, কিন্তু অবাধ্যতায় তো স্ফীত হয়ে ওঠে ক্রোধ, সে তো ঝটিকার আবেগে ফেটে পড়ে। আমি জানি, উন্নত আপনার মন, আপনি ধীর, স্থির, আপনার আত্মা শান্ত, ধীর। আপনি আমাদের আপনার বন্ধু বলেই জানবেন। আমরা শান্তি সৃষ্টি করি, আমরা শান্তির দাস।

ক্যাম্পিয়াসও এ কথায় সায় দিলেন, আপনি তাঁর প্রমাণ পাবেন ভদ্রে। আপনার রমণীয় স্বভাব—সুলভ ভীতি দিয়ে আপনার সৎগুণগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখছেন। আপনার মহান আত্মা সন্দেহে আকুল—এ যেন সত্যকারের ছাঁচে জাল টাকা নির্মিত হচ্ছে। রাজা আপনাকে ভালবাসেন, আপনি সে ভালবাসা হারাবেন না! আমাদেরও আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আপনার সেবায় আমরা নিজেদের নিয়োজিত করবার জন্য প্রস্তুত।

রাণী বললেন, আপনাদের যা ইচ্ছা করুন! যদি আপনাদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করবেন! আমি নারী, বুদ্ধি আমার নেই। আমি তো কাকে কি বলতে হয় জানি না। আমার কথা রাজাকে জানাবেন, তিনি এখনো আমার হৃদয়ের

রাজা। তিনি আমার প্রার্থনার বিষয়। আমার জীবন যতদিন আছে, ততদিন তিনি তাই থাকবেন। আসুন, আমাকে পরামর্শ দিন। রাণী তো আপনাদের কাছে সুপরামর্শই চান—তিনি তো তাঁর মর্যাদাকে মহামূল্য বলেই মনে করেন।

কার্ডিনাল দুজন বিদায় নিলেন, রাণীও কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

প্রাসাদেরই এক কক্ষের দৃশ্য উঠল। নরফোক, সাফোক, সারের আর্ল ও লর্ড চেম্বারলিন মিলে আলোচনা করছেন। উলসীর অবিচারের বিরুদ্ধেই তাঁদের এই আলোচনা।

নরফোক বললেন, যদি আপনারা সবাই একত্র হোন, কার্ডিনাল কখনোই আমাদের বিরুদ্ধবাদীতা করতে পারবেন না। আর যদি আপনারা আমার কথা না শোনেন, তাহলে আরো কত অপমান সহ্য করতে হবে, তার ইয়ত্তা নেই।

আমি চাই আমার শ্বশুরের অপমানের প্রতিশোধ, সারে বললেন।

সাফোক বললেন, ঐ কার্ডিনাল তো নিজের মর্যাদা ছাড়া আর কারো মর্যাদা বোঝেন না।

কিন্তু কি কর্তব্য, লর্ড চেম্বারলেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন। আমি ওঁকে ভয় করি। যদি রাজার কাছে যাওয়ায় বাধা দিতে না পারেন, তাঁর কোনো ক্ষতি করতে চাইবেন না। ওঁর জিভে জাদু আছে, উনি রাজাকে জাদু করে রেখেছেন।

না, না, সে ভয় করবেন না, নরফোক বললেন, যে জাদু কেটে গেছে। রাজা ওঁর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পেয়েছেন, তাতে আর জিভের মাধুর্য্যও নেই।

এ কথা প্রতি মুহূর্তে যদি শুনতে পাই, আমার আনন্দের আর অবধি থাকবে না। সারে জানালেন।

বিশ্বাস করুন, একথা সত্য, নরফোক বললেন, এই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় ওর অভিসন্ধি বেরিয়ে পড়েছে।

কি করে বার হল।

সে এক অদ্ভূত ব্যাপার।

কি ব্যাপার?

পোপের কাছে কার্ডিনাল যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি তার-ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়। রাজা সেগুলি নিজের চোখে দেখেন। সেখানে কার্ডিনাল পোপকে অনুরোধ করেন, যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদে বিলম্ব হয়। আর দেরী তো ঘটেছেই। তিনি আরো লেখেন, রাজা রাণীর সহচরী য়্যান বোলেনের প্রেমে উন্মাদ।

রাজা এ-চিঠি পড়েছেন?

হাঁ।

রাজা তো ইতিমধ্যে য়্যান বোলেনকে বিয়ে করে ফেলেছেন। তাঁর অভিষেকের ঘোষণাও হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয়, তিনি রাণী হলে দেশের মঙ্গল, সাফোক বললেন।

তা তো হোল, সারে বললেন, কিন্তু রাজা কি কার্ডিনালের পোপের কাছে লেখা ঐ চিঠি হজম করে যাবেন? ঈশ্বর যেন তা না করেন।

না, না, বোলতা ভনভন করছে কার্ডিনালের নাকের ডগায়, এখন কামড়ে দিলেই হল, সাফোক হাসলেন। কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস তো রোমে উধাও হয়েছেন। বিদায় নিয়েও যান নি। রাজার ব্যাপারের কোনো সুব্যবস্থা হয় নি। তিনি যে আমাদের কার্ডিনালের সহযোগী একথা রাজা টের পেয়েছেন।

এখন তাহলে ঈশ্বর তাঁকে উত্তেজিত করলেই হয়, লর্ড চেম্বারলেন বলে উঠলেন।

কিন্তু ক্রামার কি বলেন? তিনি ফেরেন নি?

তিনি ফিরেছেন, রাজার বিবাহ-বিচ্ছেদের সমর্থনও জানিয়েছেন সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মমণ্ডলী। তাঁর এই দ্বিতীয় বিবাহ শীঘ্রই প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে। ক্যাথেরিন আর রাণী থাকবেন না, তিনি এখন হবেন রাজকুমার আর্থারের বিধবা পত্নী।

তাহলে ক্রামার যোগ্য লোক, নরফোক মন্তব্য করলেন। রাজার এই ব্যাপারে যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছেন।

হাঁ, এখন তিনিই প্রধান ধর্মযাজক হবেন, সাফোক হাসলেন।

উলসী ও ক্রমওয়েল এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন। ক্রমওয়েল তাঁর সহকারী।

নরফোক ফিস্‌ফিস করে বলে উঠলেন, দেখুন, কার্ডিনাল কি যেন ভাবছেন।

উলসীর দিকে তাকিয়ে আছেন, উলসী ধীর পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে সহকারীকে বললেন,

ঐ পুলিন্দাটা রাজাকে দিয়েছিলে ক্রমওয়েল!

হাঁ, তাঁর হাতে দিয়েছি, ক্রমওয়েল উত্তর দিলেন।

উনি কি পুলিন্দা খুলে দেখেছেন?

তখন-তখনি দেখেছেন। তিনি সীল মোহর খুললেন, তারপর গম্ভীর ভাবে কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখছেন বলে মনে হল। আপনাকে আজ সকালে এখানে আসতে বলেছেন।

তিনি কি তৈরি?

বোধহয়!

আচ্ছা, তুমি একটু অন্তরালে যাও!

ক্রমওয়েল চলে গেল।

উলসী আপন মনে বললেন, ফরাশী রাজার ভগ্নী আলেনগনের ডাচেসের ব্যাপারই হবে। য়্যান বোলেনকে বিয়ে করবেন। কিন্তু

তা হবে না। না, না, বোলেন নয়। আমি রোমের উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছি।

নরফোক ফিস্‌ফিস করে বললেন, কার্ডিনালকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। হয়তো রাজার ক্রোধের সংবাদ পেয়েছেন।

উলসী তাঁদের দেখতে পাননি। তিনি আপন মনে বললেন, পূর্বতন রাণীর সহচরী, সে হবে প্রভুপত্নীর কর্ত্রী! রাণীর রাণী! না না, মোম তো ভাল করে জ্বলছেনা, আমি নিবিয়ে দেব। নিবিয়ে দিলেই সব শেষ। জানি, ঐ নারী গুণবতী, যোগ্যা। কিন্তু ও লুথারের ধর্মমন্দিরের মানুষ। ঐ ক্রমার, ঐ ভণ্ড, ও রাজার অনুগ্রহ পেয়েছে!

উলসী উদভ্রান্ত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। অন্তরালে দাঁড়িয়ে সভাসদেরা দেখছেন আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছেন। এমন সময় রাজা আর লোভেল প্রবেশ করলেন। রাজা একখানা দলিল পড়ছেন।

সাফোক চাপা স্বরে বলে উঠলেন, রাজা! রাজা!

সবাই নীরব।

রাজা এগিয়ে এলেন; এসে দলিলখানা থেকে চোখ তুলে বললেন,

উঃ কত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছে! তারপরে ওদিক ওদিকে তাকালেন। অভিজাতদের দিকে নজর পড়ল। এখনো কার্ডিনালকে তিনি দেখতে পাননি। তিনি দূরে পায়চারি করছেন।

কার্ডিনালকে আপনারা দেখেছেন? রাজা শুধালেন।

নরফোক উত্তর দিলেন, প্রভু, আমরা তো এখানে দাঁড়িয়েই ওঁকে দেখছি। ওঁর মগজে বোধ হয় এক আলোড়ন উঠেছে। উনি ঠোঁট কাঁমড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন। আবার মাথায় হাত দিচ্ছেন। আবার জোরে পায়চারি করছেন। উর্ধে চাঁদের দিকে ওঁর দৃষ্টি। অদ্ভুত ওঁর ভাবভঙ্গী।

হয়তো ওঁর মনে চলেছে বিদ্রোহ, রাজা বললেন। আজ সকালে তিনি রাজ্য সংক্রান্ত দলিল আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমি তাঁর ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি। যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি, তা তো রাজাকেই সাজে, প্রজাকে তো নয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়তো কোন দেবদূত ঐ পুলিন্দায় গোপনে দলিল পুরে দিয়েছিলেন আপনার দেখার জন্যে, নরফোক বললেন।

রাজা বিদ্রূপ করে বললেন, আমরা যেন মনে না করি, উনি উর্ধে তাকিয়ে স্বর্গের কথা ভাবছেন, আমার তো মনে হয়, উনি এই চন্দ্রের নীচে এই পৃথিবীর কথাই চিন্তা করছেন।

রাজা কক্ষে আসন গ্রহণ করলেন, লোভেল সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন কার্ডিনালের কাছে।

এবার উলসী রাজাকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে এসে বললেন।

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, তিনি মহারাজকে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন!

সাধু, সাধু কার্ডিনাল, রাজা বললেন, আপনি হয়ত স্বর্গের কথা ভাবছেন, আপনার তো স্বর্গের ব্যাপার ছেড়ে পৃথিবীর ব্যাপারে মন দেয়ার সময় নেই। আপনাকে এদিক দিয়ে কিন্তু আমি গৃহী হিসেবে নিকৃষ্ট বলেই মনে করব। আমার মনে হয়, আপনি এ ব্যাপারে আমারই সঙ্গী।

উলসী এ বিদ্রূপে টললেন না। তিনি ধীর স্বরে বললেন, ধর্মের ব্যাপারে আমার সময় আছে। রাজকার্যেরও সময় আছে।

আপনি সাধু কথাই বলেছেন, কিন্তু কথাই তো কাজ নয়। আমার পিতা আপনাকে ভালবাসতেন: আমিও আপনাকে ভালবাসি। আপনার উপরে আমি আমার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছি।

এর মানে কি? আপন মনে বলে উঠলেন উলসী।

রাজা বললেন, আমি কি আপনাকে রাজ্যের প্রধান রূপে

নিযুক্ত করি নি? আপনি কি আমাদের নন্? রাজার সঙ্গে কি আপনার গভীর সম্পর্ক নয়? কি বলেন?

প্রভু, উলসী বললেন, আপনি আমার উপর যে রাজকীয় দাক্ষিণ্য বর্ষণ করেছেন, তার তো তুলনা নেই। আমার প্রয়োজনের চেয়েও সে তো ঢের ঢের বেশি। আমি রাজভক্ত, মৃত্যু অবধি তাই থাকব।

রাজা বললেন, উত্তম উত্তর দিয়েছেন। এই তো রাজভক্ত বাধ্য প্রজার মতো উত্তর। যেমন কাজ তেমন তার সম্মান। আমার কর্তব্য অবহেলায় তো শাস্তি। আমি অকাতরে আপনার উপর দান বর্ষণ করেছি, আমার হৃদয় দিয়েছে ভালবাসা, আমার ক্ষমতা বৃষ্টি করেছে সম্মান। আর কারো উপর তো এমনভাবে কখনো করেনি। আমিও তো তেমনি চাই, আপনার এই হস্ত আর আপনার ঐ হৃদয়, আপনার ঐ সমাজ আমার প্রয়োজনে নিযুক্ত হবে, আমার বন্ধু হবে।

উলসী বিনীত স্বরে বললেন, আমিও বলি, মহারাজের জন্য আমি আমার নিজের চেয়েও বেশি করেছি।

উত্তম কথা। অভিজাতমণ্ডলী আপনারা শুনুন, উনি রাজভক্ত, কিন্তু পড়ে দেখুন এই দলিল।

রাজা উলসীর হাতে দলিলখানি দিয়ে বললেন।

তারপর প্রার্থনায় গিয়ে বসলেন।

রাজা উলসীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন।

উলসী বিস্মিত, বিভ্রান্ত। তিনি বললেন, এর কারণ কি! আকস্মিক এই ক্রোধ কেন? কি করে এই ক্রোধের কারণ হলাম? উনি আমার দিকে কটাক্ষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। মনে হয় ওঁর চোখে আমার ধ্বংস যেন উৎসারিত হল। অমনি দৃষ্টি তো ক্রুদ্ধ সিংহের, যে শিকারী তাকে ক্রুদ্ধ করেছে, তার দিকে সে অমনি করে তাকায়। এই কাগজগুলি আমাকে পড়ে দেখতে

হবে। ঐ কাগজগুলিই আমার সর্বনাশের কারণ। এ তো এইই সেই দলিল, যেখানে আমি আমার ঐশ্বর্যের হিসেব রেখেছিলাম। এ তো সেই কাগজ। এমনি করে আমি পোপের অধিকার চেয়ে ছিলাম—রোমে আমার বন্ধুদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সামান্য অবহেলায় সর্বনাশ হল। রাজার পুলিন্দায় ভুলে এগুলি পুরে দিলাম, শয়তান আমাকে এ কি প্ররোচনা দিলে! এখন এর থেকে কি নিষ্কৃতি মেলে না? রাজার মগজ থেকে একে কি কোন কৌশলে মুছে দেওয়া যায় না? জানি তিনি ক্রুদ্ধ, তবু পথ আছে। যদি সে পথে ঠিকভাবে চলি, আবার আমি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হব কি? পোপের কাছে যাব। পোপকে লিখেছি চিঠি। আমার মহত্ত্বের উত্তুঙ্গে উঠেছি, এখন তো অস্তমিত হতে হবে। আমি উল্কার মতো পতিত হব, আর আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

রাজার সঙ্গে অভিজাতমণ্ডলী চলে গিয়েছিলেন, আবার তাঁরা ফিরে এলেন।

নরফোক উলসীর কাছে এসে বললেন, কার্ডিনাল, আপনাকে রাজার অভিপ্রায় জানাচ্ছি। তিনি আপনাকে রাজকর্তৃত্বের সীল-মোহর সমর্পণ করতে বলেছেন। অবিলম্বে তা আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

আপনাদের আদেশপত্র কোথায়? উলসী শুধালেন। এ ক্ষমতার ওজন, সে তো শুধু মুখের কথায় সমর্পণ করা চলে না। এখন বুঝতে পারছি, আপনারা কি হীন ঈর্ষার ছাঁচে ঢালা। আমার সর্বনাশেই আপনাদের আনন্দ। আমার সর্বনাশে তোমরা তৎপর। পাপ বুদ্ধি তোমাদের প্রণোদিত করুক, এর ফল তো পাবেই। যে সীলমোহর তোমরা চাইছ, তোমাদের প্রভু স্বয়ং রাজা আমাকে তা নিজের হাতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কার্ডিনাল গ্রহণ কর এই সম্মান, আজীবন ভোগ কর। আর তিনি স্বহস্তে

সেই যাবজ্জীবনের শর্ত লিখে দিয়েছিলেন। এখন কে তা গ্রহণ করবে?

যিনি দিয়েছিলেন, সেই রাজাই গ্রহণ করবেন, সারে বললেন।

তাহলে তাঁকে স্বয়ং গ্রহণ করতে হবে, উলসী বললেন।

সারে জ্বলে উঠলেন, বিশ্বাসঘাতক পুরোহিত, তুমি গর্বিত!

উলসীও তীব্রস্বরে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, ঐ জিহ্বা তোমার স্তব্ধ হবে।

সারে উত্তর দিলেন, পাদ্রী, তুমি আমার শ্বশুর বাকিংহামকে হত্যা করেছ, তোমাদের মতো কার্ডিনালদের একত্র করলেও তাঁর জুড়ি মেলে না। তোমার রাজনীতির চাল চুলোয় যাক! তুমি আমাকে আয়র্ল্যাণ্ডে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলে। আমি ছিলাম দূরদেশে, আর সেই সুযোগে কুঠারের আঘাতে তাঁকে তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিলে।

উলসী সারের অভিযোগ শুনে উত্তর দিলেন, এসব মিথ্যাকথা। আইন বিধান দিয়েছে, ডিউকের প্রাণদণ্ড হয়েছে। আমার তো ব্যক্তিগত আক্রোষ ছিল না, আমি তো নিষ্পাপ। বিচক্ষণ জুরী আর সাক্ষীরা তাঁর মৃত্যুদণ্ড বিধান করেছেন। আর্ল, আপনাকে যদি বেশি কিছু বলতে হয়, তাহলে একথাই আমার বলা উচিত, আপনাদের সততাও নেই, সম্মানও নেই।

সারে উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, আমার আত্মার নামে শপথ করেই আমি বলছি, আপনার ঐ জোব্বা, আপনাকে রক্ষা করছে যাজক, তা না হলে আপনার ঐ জীবনীশক্তির উৎসে আপনি আমার তরবারীর স্পর্শ অনুভব করতেন। মহামান্য অভিজাত মণ্ডলী, আপনারা তো পাদ্রীর এই উদ্ধতবাণী শুনছেন? আপনারা বলুন, এই ধৃষ্টকে আমি কি উত্তর দেব? এই রক্তবর্ণ আঙরাখাপরা পাদ্রী কি এমনি করে আমাদের হেয় করবে।

উলসী বললেন, তোমার কাছে সমস্ত সততার মানেই বিষ।

হ্যাঁ, ঐ বিষাক্ত সততাই তোমার সৃষ্টি ধর্মযাজক। দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের হাতে নিয়ে তুমি কার্ডিনাল মহা-ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছ। এখন যদি তোমার লজ্জা হয়, যদি নিজেকে দোষী বলে ঘোষণা কর, তাহলে তোমার সততার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে।

উলসী ক্রুদ্ধ, শুধু ধীরস্বরে বললেন, যদি আমি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠি, তাহলে জানবে, একজন অভিজাতের ব্যবহারের নীচতায়ই তা করেছি।

এইবার শুরু হল উলসীর বিরুদ্ধে অভিজাতমণ্ডলীর অভিযোগ, অভিযোগের তীর বর্ষিত হতে লাগল।

সারে বললেন, পোপের কাছে তুমি রাজার বিরুদ্ধে আবেদন করেছ। তুমি তো যাজকরূপী পাপী। আমাদের সন্তানদের জাত-সংস্কার করেছ তুমি, তারা তো পাপী হবেই।

উলসী জানালেন, রাজ্য আমার নির্দোষিতার কথা জানতে পারবেন। তুমি শিষ্টাচার জান না সারে।

তুমি পোপের সহকারী হতে চেয়েছিলে, তুমি সমস্ত বিশপদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলে—এই কি তোমার শিষ্ট-আচার কার্ডিনাল? সারে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নরফোক বললেন, তুমি রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, তুমি বিদেশী রাজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ। তুমি রাজাকে গীর্জার ভৃত্য বানাতে চেয়েছিলে।

তারপরে নরফোক, সাফোক, সারে সবাই মিলেই অভিযোগ করতে লাগলেন। উলসী রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন, রাজাকে না জানিয়ে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি কাজ করেছেন, রাজনামাঙ্কিত মোহর যদৃচ্ছা ব্যবহার করেছেন, তিনি বিদেশীর সঙ্গে মিত্রতা করেছেন, রাজার মুদ্রায় নিজের নাম অঙ্কিত করেছেন। তাছাড়া রোমে পাঠিয়েছেন উপঢৌকন—সে তো উৎকোচেরই নামান্তর।

এই অভিযোগের কলরব থামিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন লর্ড চেম্বারলেন, তিনি বললেন,

অভিজাতগণ, যে মানুষের পতন হয়েছে, তাঁকে আর আঘাত করবেন না। এখন তাঁর দোষগুণের বিচার করবে আইন, তাঁকে সংশোধনের ভার আপনাদের হাতে নয়, আইনের হাতে। হায়, হায়, মহত্বের এই দুর্দশায় আমার চোখে জল ঝরছে।

সারে অভিযোগ ছেড়ে এবার কাজের কথায় এলেন। তিনি বললেন, লর্ড কার্ডিনাল, রাজার আদেশ,—আপনার বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারী হোক, যাতে আপনার সমস্ত ধনদৌলত, আপনার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

নরফোক বললেন, আর আপনি যে রাজকীয় সীলমোহর আমাদের হাতে সঁপে দিতে চাননি, একথা আমরা রাজাকে জানাব। এবার আমরা বিদাই হই।

বিদ্রুপভরে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সভাসদেরা একে একে চলে গেলেন। উলসী শুধু একা। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

বিদায়! বিদায় আমার মহান মর্যাদা! এই তো মানুষের দশা।

আজ আশার কচি পাতা দেখা দেয়,
কাল ফোটে ফুল ; দেখে মর্যাদা
এসে স্তূপীকৃত হচ্ছে। আর তৃতীয় দিবসে
তুষারপাত—মৃত্যু সে আনে।
যখন মর্যাদা উত্তুঙ্গে ওঠে, তখনি তো
তার পতন। মূল সে ছিঁড়ে নেয়,
আর তার পতন হয় ;
যেমন আমার হল।
দুর্দান্ত চালকেরা যেমন হাওয়াই বেলুনে
ভর করে সাঁতরায় সাগর, আমিও তেমনি
মহত্বের সাগরে কেটেছি সাঁতার ;

কিন্তু আমার ক্ষমতা তো অতিক্রান্ত
হয়েছে।
হায় রে ভাগ্য!

ক্রমওয়েল এসে প্রবেশ করল, সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

উলসী বলে চলেছেন,

যে রাজার কৃপা পেতে চায়, সে তো হতভাগ্য। রাজার কৃপায় আছে হাসি, অন্য প্রান্তে সর্বনাশ। আর সেই সর্বনাশেই তো পতন।

লুসিফারের মতো পতন।

আর তো আশা নেই।

হঠাৎ ক্রমওয়েলের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তিনি শুধালেন,

কি খবর ক্রমওয়েল?

আমার উত্তর দেবার সাধ্য নেই, ক্রমওয়েল জানালেন।

উলসী হাসলেন, আমার দুর্ভাগ্যে বিস্মিত হয়েছ ক্রমওয়েল!

মহতের পতনে তুমি বিস্মিত?

প্রভু!

আমি তো ভালই আছি ক্রমওয়েল, আমি তো সুখী। এখন নিজেকে চিনতে পেরেছি। আমার মন শান্তিতে ছেয়ে গেছে, আমার বিবেক শান্ত। রাজা আমার অস্থিরতার ব্যাধি আরোগ্য করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন গুরুভার, এ ভারে তো এক গোটা নৌবাহিনী ডুবে যায়। এই যে বড় বেশি মর্যাদা, মহৎ সম্মান, এতো গুরুভারই বটে। যে মানুষ ঈশ্বরকে চায়, তার পক্ষে তো বটেই!

ক্রমওয়েল মৃদুস্বরে জানালেন, আপনি যে দুর্ভাগ্যকে এমনি করে গ্রহণ করেছেন, এও আমার আনন্দ।

হাঁ, আমার মনে হয়, গ্রহণ করেছি। আমার কি মনে হয় জানো ক্রমওয়েল, আমার ঐ দুর্বলচেতা শত্রুরা যতখানি দুর্ভাগ্য

আমার উপরে বর্ষণ করেছে, তার চেয়েও বেশি আমি সইতে পারি। আমার আত্মায় আমি তা অনুভব করছি ক্রমওয়েল। তারপরে বাইরের কি সংবাদ?

ক্রমওয়েল জানালে, সব চেয়ে বড় খবর রাজার আপনার প্রতি ক্রোধ। আর তার পরের খবর, আর আপনার স্থানে স্যার টমাস মুর লর্ড চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছেন।

এটা আকস্মিকই বলতে হবে, উলসী বললেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানী। তিনি যেন রাজার অনুগ্রহ দীর্ঘদিন লাভ করেন, আর সত্যের নামে তিনি যেন ন্যায়ের দণ্ড গ্রহণ করেন এই আমার কামনা। তাঁর যেন শান্তিতে মৃত্যু হয়। অনাথ বালকেরা যেন তাঁর জন্য কাঁদে। আর কি খবর বল?

ক্রামার ফিরে এসেছেন, তিনি এখন ক্যাণ্টারবেবীর প্রধান ধর্মযাজক।

এটা একটা সংবাদ বটে!

আর সবচেয়ে শেষ সংবাদ, লেডী য়ান বোলেনকে গোপনে বিবাহ করেছিলেন রাজা। সেই গোপন বিবাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আজ রাণী হিসেবে গেছেন উপাসনামন্দিরে। এখন তাঁর অভিষেকের কথায় নগর মুখর।

ঐ তো ঐ গুরুভার, ঐ গুরুভারেই তো আমার পতন, উলসী বলে উঠলেন। ক্রমওয়েল, রাজা আমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। ঐ একটি নারীর জন্য আমি আমার সমস্ত মহিমা হারিয়েছি। আর তো আমার সে মহিমা আমি ফিরে পাবনা! আমার সে মহিমার জ্যোতিতে তো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না আমার অনুচরদের মুখ। যাও ক্রমওয়েল, আমাকে ছেড়ে চলে যাও! আমি পতিত মানুষ, অযোগ্য অক্ষম। আর তো আমি তোমার প্রভু নই। রাজার অনুগ্রহ কামনা কর! ঐ যে সূর্য, সে তো কখনো অস্তমিত হবে না। আমি তাঁকে বলেছি, তুমি বিশ্বাসী, তুমি সৎ।

তিনি তোমাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবেন, আমার স্মৃতি হয়তো তাঁকে সাহায্য করবে। আমি তো জানি, তিনি উদার। ক্রমওয়েল, রাজাকে অবহেলা কোরো না। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে তৈরী কর।

ক্রমওয়েল কেঁদে উঠল, প্রভু, সত্যই কি আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে? আমার এমন প্রভুকে ছেড়ে কি আমাকে যেতে হবে? যাদের হৃদয় এখনো লৌহ কঠিন হয়নি, তারা তাকিয়ে দেখে যাও, দুঃখে ক্রমওয়েল তার প্রভুকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রভু, আপনার কথাই আমি রাখব, আমি রাজার সেবা করব। কিন্তু আমার প্রার্থনায় আপনারই নাম ধ্বনিত হবে।

উলসী তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললেন, ক্রমওয়েল, আমি তো আমার দুর্ভাগ্যে কাঁদিনি। কিন্তু তুমি আমাকে নারীর মতো কাঁদতে বাধ্য করেছ। এস, আমরা চোখ মুছে ফেলি। ক্রমওয়েল শোন; আমাকে যখন সবাই ভুলে যাবে, যখন সমাধি মন্দিরের শীতল মর্মর প্রস্তরের উপর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে থাকব, তখনো তুমি এই শিক্ষা পাবে, সংসারে বড় হতে হলে উচ্চাকাঙ্খাকে দূরে নিক্ষেপ করবে—ঐ পাপে দেবদূতেরও পতন হয়। তাহলে মানুষ কি করে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে? নিজেকে ভালবাসবে সবচেয়ে শেষে, যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাসবে। যে জিভ শর্বতায় মুখর, তাকে শান্ত করবে। ন্যায়পথে চলবে, নির্ভিক হবে। তোমার সংকল্প হবে দেশের মঙ্গল। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সত্যের প্রতি কর্ত্তব্য। যদি না পার, তাহলে তো তুমি নিষ্ফল হলে ক্রমওয়েল। যাও, রাজার সেবা কর।

একটু থেমে আবার বললেন, আর শোনো, যত উৎসাহে আমি রাজার সেবা করেছি, তার অর্ধেক উৎসাহে যদি ঈশ্বরের সেবা করতাম, তিনি তো আজ আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিতেন না।

কেঁপে উঠল কার্ডিনালের স্বর ও তিনিও আবেগে কাঁপছেন।

ক্রমওয়েল বললে, প্রভু স্থির হোন।

হাঁ, হাঁ, আবার স্থির হলেন উলসী, বললেন, আমি স্থির হব। আমার দরবারের আশা নির্মূল, এখন ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা।

উলসী মাথা নোয়ালেন, পর্দা নেমে এল।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

আবার সেই ওয়েস্টমিনিস্টারের একটি জনবহুল পথ। আবার সেই দুজন নাগরিককে দেখা যাচ্ছে। এদের আমরা আগেও দেখেছি। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার যেখানে উপজীব্য, সেখানে সাধারণ মানুষের কি প্রতিক্রিয়া তা দেখবার জন্যেই মহাকবি এদের মাঝে মাঝে আমদানি করেছেন।

জনতার স্রোত চলেছে, সেই স্রোতের মধ্যে দুজন পরিচিতের আবার দেখা হয়ে গেল।

প্রথম দ্বিতীয়কে বললে, এই যে আবার দেখা হল।

দ্বিতীয় বললে, হাঁ, দেখা হয়ে ভালই হল।

প্রথম বললে, ভাল সময়েই এসেছ। এখানে দাঁড়ালে, এখুনি লেডি য়্যানের অভিষেকের শোভাযাত্রা দেখতে পাবে। উনি অভি-ষেকের পরে এই পথ দিয়েই ফিরবেন।

গতবারে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বাকিংহাম বিচারালয় থেকে ফিরছিলেন।

হাঁ, তা ঠিক! কিন্তু তখন ছিল দুঃখ, এখন তো আনন্দ।

তা বটে! আজকের দিনের এই উৎসবে নাগরিকেরা নিশ্চয়ই আনন্দিত।

হাঁ আনন্দ বলে আনন্দ, এমন আনন্দ বহুদিন দেখা যায় নি। কিন্তু রাণী ক্যাথেরিনের খবর কি? তাঁর কি দশা?

তাও বলতে পারি। প্রথম বললে। ক্যান্টারবেরীর প্রধান ধর্মযাজক এক সভা ডেকেছিলেন পাদ্রীদের। আর সেই সভা

বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দিয়েছেন। রাণী ক্যাথেরিন এখন রাজ-কুমারের বিধবা পত্নী, রাজা হেনরীর ভ্রাতৃবধূ, রাণী নন।

হায় অভাগী! দ্বিতীয় বলে উঠল।

এমন সময় বাদ্য-ধ্বনি শোনা গেল।

দ্বিতীয় বললে, ঐ রাণী আসছেন!

বাদ্যধ্বনি নেপথ্যে বাজছে, প্রথম ও দ্বিতীয় জনতার সঙ্গে মিছিলের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলাবলি করছে নানা কথা। একজন বললে, রাণী য়্যানের অভিষেকের সমারোহের কথা। আর একজন জানালে, বিশপ ক্রামারের পদোন্নতির কথা। টমাস ক্রমওয়েলেরও ভাগ্যের উন্নতি হয়েছে সে কথাও জানলাম। সবাই উলসীকে ভুলে গেছে, তার প্রতি কারো সমবেদনা নেই। তুমুল উল্লাসের কলরবে কে ভাবে—হতভাগ্যদের কথা।

বাদ্যধ্বনি এগিয়ে আসতে আসতে মোড় ঘুরল।

একজন বলে উঠল, এবার দরবারের দিকে চলেছে মিছিল এই পথে চল!

সবাই চলে গেল, দৃশ্যেরও পরিবর্তন হল।

॥ দুই ॥

কিম্বোলিয়নে আছেন হৃতগৌরব রাণী ক্যাথেরিন। তাঁর সঙ্গে আছে অনুচরীরা। তাদের নাম গ্রিফিত আর পেশেন্স।

রাণী, আজ কেমন আছেন? গ্রিফিথ শুধালে।

রাণী অসুস্থা, শয্যায় শুয়ে আছেন। তিনি বললেন, গ্রিফিত, আমি মৃত্যুর পথে চলেছি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে বোস। তুমি না আমাকে কার্ডিনাল উলসীর মৃত্যুর কথা জানিয়েছ?

হাঁ, ঠাকুরাণী, গ্রিফিত বললে, কিন্তু আপনি অসুস্থ বলে কান দেন নি।

বল, কি করে তাঁর মৃত্যু হল?

লোকে বলে ইয়র্কে নর্দাম্বায়ল্যাণ্ডের আর্ল তাঁকে গ্রেফতার করেন। তাঁকে নিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হায়রে অভাগা! রাণী ক্যাথেরিন বলে উঠলেন।

গ্রিফিথ বলে চলল, লিস্টারে এলেন অতি কষ্টে, এসে মঠে আশ্রয় নিলেন। সেখানে মঠের অধ্যক্ষ তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দিলেন। উলসী সেখানকার মঠাধ্যক্ষকে বললেন, এই মঠাধ্যক্ষ, আমি বৃদ্ধ। রাজকীয় ঝড়ে আমি ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন। তোমাদের কাছে আমি আমার শেষ অস্থি ক'খানা নিয়ে বিশ্রাম করতে এসেছি। আমাকে দয়া কর!

এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। রোগ- বাড়তে লাগল। তিন রাত পরে আটটার সময়, তিনি নিজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যে তখনি তাঁর মৃত্যু হবে—ঠিক সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু হল।

তিনি তখন অনুতাপে দগ্ধ, সারাক্ষণ প্রার্থনা করছেন, কাঁদছেন; তারপর তিনি শান্তির কোলে ঢলে পড়লেন।

আহা, শান্তিলাভ করুন কার্ডিনাল! রাণী বলে উঠলেন। তিনি ছিলেন লোভী, তিনি রাজপদ অভিলাষী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতই ছিল আইন। তিনি চাটুকারীতার আশ্রয়ও নিতেন। যাকে ধ্বংস করবেন, তার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ছিল না। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু কাজে তিনি কিছুই করতেন না। তিনি ছিলেন ধর্মযাজক হিসেবে অযোগ্য।

গ্রিফিথ বললে, মানুষের কু-কাজ তো পিতলের ফলকে খোদাই হয়ে থাকে, কিন্তু তার সৎকাজ যেন জলের লিখন। আপনি তাঁর কুকাজের কথা বলেছেন, আমি এবার তাঁর সৎগুণের কথা বলব।

বল! আমি তো ঈর্ষান্বিত।

ঐ কার্ডিনালের নীচকুলে জন্ম হয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানী। তিনি বুদ্ধিমানও কম ছিলেন না। তাঁর মত মিষ্টিভাষী খুব কমই ছিল। যারা তাকে পছন্দ করে না, তিনি ছিলেন তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর, কিন্তু যাদের তিনি ভালবাসতেন, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন গ্রীষ্মের মতোই মধুর। তিনি অকাতরে তাদের দান করতেন। তিনি ইপস্‌উইচ আর অক্সফোর্ডের স্রষ্টি কর্তা। একটি তো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তো অমর হয়ে থাকবে। তাঁর সৃষ্ট জগত তাঁর কথা বলবে।

ক্যাথেরিন বললেন, গ্রিফিথ, আমার মৃত্যুর পর তোমার মতো কাহিনীকারকেই তো আমি চাই। আমার ভাষণকেই তুমি সম্মানিত করবে। গ্রিফিথ, বাদ্য বাজাতে বল। আমার এই বিষাদকে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনিতে পরিণত কর। আমি বসে বসে ধ্যান করি ঈশ্বরের।

বাদ্য বেজে উঠল। আর সেই বাদ্যে করুণ সুর বেজে উঠল। রাণী সেই বাদ্যধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

গ্রিফিথ রাণীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, উনি ঘুমিয়ে গেছেন। সে অপরা অনুচরীকে ডেকে বললে, আমরা এখন চুপ করে থাকব, শব্দ হলে উনি জেগে উঠবেন।

নিস্তব্ধ চারিদিক। অনুচরীরা নীরব। ক্যাথেরিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

সাদা আঙরাখা-পরা দুজন দীর্ঘদেহ সৌম্যকান্তি পুরুষ এসে প্রবেশ করলেন। তাঁদের মুখে সোনালি মুখোস, হাতে ফুলের মালা। প্রথম এসে নাচলেন তাঁর সমুখে। তারপর তারা সবাই নাচতে লাগলেন, নাচতে-নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ক্যাথরিনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ক্যাথেরিন জেগে উঠে বললেন, শান্তির আত্মা তোমরা কোথায় গেলে? সবাই কি চলে গেলে? আর এই অভাগীকে রেখে গেলে দুঃখের মধ্যে?

আমরা তো এখানেই আছি, গ্রিফিথ বললে।

ক্যাথেরিন বললেন, আমি তো তোমাকে ডাকিনি। আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, কাউকে ঢুকতে দেখনি?

না, বিস্মিত হয়ে বললে গ্রিফিথ, না, কাউকে তো দেখি নি।

দেখনি? ঐ দেখ, ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন? ওঁদের মুখে দেখনি দীপ্তি? যে-দীপ্তি সহস্র ধারায় আমার ওপর বর্ষিত হল। যেন সে সূর্যেরই দীপ্তি। আমাকে চিরন্তন সুখের সন্ধান দিয়ে গেল। ওঁরা মালা নিয়ে এসেছিলেন, সেই মালার তো আমি যোগ্য নই।

আপনার ঐ সুখস্বপ্নের জন্য আমি সুখী।

কিন্তু ঐ বাদ্য তো চলবে না, থামা, থামা। ওতো কর্কশ, ওতো গুরুভার চাপিয়ে দেয়।

পেশেন্স গ্রিফিথকে বললে, দেখছো, রাণী কেমন বদলে গেছেন? মুখ শীর্ণ, ম্লান—চোখ দুটি দেখ।

ক্যাথেরিনের দিকে তাকালে গ্রিফিথ, সে মৃদুস্বরে বললে, ওঁর অন্তিমকাল উপস্থিত।

আহা, ঈশ্বর ওঁকে শান্তি দিন!

এমন সময় একজন দূত ব্যস্ত হয়ে এসে প্রবেশ করল। সে রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বললে, আমি যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করুন। রাজার কাছ থেকে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তাঁকে নিয়ে এস গ্রিফিথ। রাণী আদেশ দিলেন।

ক্যাপিয়াসকে নিয়ে এসে প্রবেশ করলে গ্রিফিথ।

রাণী ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমার দৃষ্টি আমাকে বিভ্রান্ত না করে থাকে, তাহলে আপনাকে আমি চিনেছি। আপনি আমার সম্রাট-ভ্রাতার দূত, আপনার নাম ক্যাপিয়াস।

ক্যাপিয়াস অভিবাদন করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি ক্যাপিয়াস আপনার দাস।

আপনি কি চান? রাণী শুধালেন।

প্রথমে চাই আপনার সেবক হতে। তারপরে আছে রাজার অনুরোধ—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তিনি আপনাকে সান্ত্বনার বাণী পাঠিয়েছেন।

কিন্তু, রাণী ক্ষীণস্বরে বললেন, সে-বাণী তো বড় দেরী করে এল! এ যেন প্রাণদণ্ড হয়ে যাবার পরে এল মুক্তির আদেশ। ঐ বাণী যদি আগে আসত, আমি বোধ হয় আরোগ্য হতাম। কিন্তু এখন তো আমি সান্ত্বনার অতীত। শুধু এখন প্রার্থনারই সময়। মহারাজ কেমন আছেন!

তিনি কুশলে আছেন, ক্যাপিয়াস উত্তর দিলেন।

তিনি যেন চিরদিন কুশলেই থাকেন। তাঁর যেন চির-শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি যখন কীটদের সঙ্গে বাস করব, যখন এই হতভাগিনীর নামও মুছে যাবে, তখনো যেন তিনি চির-দেদীপ্যমান হয়ে থাকেন।

পেশেন্স, আমি যে চিঠি তোমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম, সে-চিঠি কি পাঠিয়েছ ?

না, ঠাকরুণ, পেশেন্স জানালে, সে-চিঠি পাঠানো হয়নি। সে ক্যাথেরিনের হাতে চিঠিখানি দিলে।

ক্যাথেরিন ক্যাপিয়াসকে বললেন, আমার প্রভু রাজাকে এই চিঠিখানি আপনি দেবেন—এই আমার প্রার্থনা। এই চিঠিতে আমাদের ভালবাসায় যার জন্ম, সেই কন্যার কথা বলেছি। তার উপরে আশীর্ব্বাদ যেন স্বর্গের শিশিরের মতো ঝরে পড়ে। তাঁকে যেন তিনি ধার্মিকভাবেই পালন করেন। তার অল্প বয়েস, স্বভাবটি উদার, সে শিক্ষার যোগ্য। আর তার মার জন্যেই যেন তাঁকে একটু ভালও বাসেন, মার এই দাবি ভালবাসারও দাবি —তার মা যে রাজাকে কত ভালবাসতেন, তা ঈশ্বরই জানেন। তার পরেও আমার ভিক্ষা আছে। আমার এই হতভাগ্য সহচরীদের উপর তিনি যেন কৃপা করেন, তারা তো আমার সঙ্গী ছিল সুখে-দুঃখে। তাদের যেন যোগ্য অভিজাত পাত্রে তিনি সম্প্রদান করেন। তাদের যাঁরা পতি হবেন, তাঁরা সুখীই হবেন। তারপরে আমার অনুচরদের কথা। তারা গরীব। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। তাদের যেন বেতন দেওয়া হয় ; তারা যেন আমাকে মনে রাখে। ঈশ্বর যদি আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করতেন, আমার যদি সঙ্গতি থাকত, তাহলে আজ ওদের কাছ থেকে তো এভাবে বিদায় নিতে হোত না। ক্যাপিয়াস, আপনি এই গরীব বেচারাদের বন্ধু হবেন, এই আমার অনুরোধ। রাজাকে বলবেন, তিনি যেন আমার অনুরোধ রাখেন।

ক্যাপিয়াস জানালেন, তিনি রাণীর কথা রাখবেন।

রাণী ক্যাপিয়াসকে ধন্যবাদ দিলেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে,, কিন্তু কথা তাঁর ফুরায় না। তিনি আবার বললেন।

রাজাকে বলবেন আমার কথা। বলবেন তাঁর বিরক্তির কারণ

তো চলে গেল। আমি মৃত্যুর মুখে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি। আমার দৃষ্টিশক্তি তো নিষ্প্রভ হয়ে এল। বিদায় ক্যাপিয়াস, বিদায় গ্রিফিথ। না, না, পেশেন্স, তোমাকে তো এখন বিদায় দেব না। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে, অনুচরীদের ডেকে দেবে। আমার যখন মৃত্যু হবে, আমার সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ফুল বিছিয়ে দেবে, সারা পৃথিবী যেন জানতে পারে, আমি আমরণ ছিলাম সাধ্বী পত্নী। আমার দেহে সুগন্ধি লেপে দিয়ো, তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ো শবাধারে। আমি আজ আর রাণী নই; কিন্তু তবু তো রাণীর মতোই আমার মর্যাদা। আমি তো রাজকন্যা—তেমনি সমারোহেই আমাকে বিদায় দিয়ো। আর তো পারছিনে। রাণী এলিয়ে পড়লেন।

রাণীকে বয়ে নিয়ে চলল অনুচরীরা। ক্যাপিয়াস দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে।

চতুর্থ অঙ্কের পর্দা নেমে এল।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

নাটক শেষ হয়ে এল। উলসীর মৃত্যু হয়েছে, রাণী ক্যাথেরিনও মৃতা। য়্যান বোলেনকে পাশে নিয়ে রাজ্য শাসন করছেন রাজা অষ্টম হেনরী। মহাকবি এখানেই হয়ত নাটক শেষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার শিষ্য জন ফ্লেচার তা চাইলেন না। তিনি এইখানে পঞ্চম অঙ্কের উদ্ভাবন করলেন। তা'ছাড়া, শেষকালে য়্যান বোলেনের কন্যা এলিজাবেথকেও দেখাতে হবে। কেননা মহিমাময়ী এলিজাবেথ রাণী-পৃষ্ঠ পোষিকা—পালিকা। হয়তো মহাকবিও তাই চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন ফ্লেচার।

আমরা পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখছি দরবারের ষড়যন্ত্রে আবহাওয়া। সেই আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে রাজার প্রিয়পাত্র ক্রামারের বিরুদ্ধে।

রাজপ্রাসাদে এসেছেন উইনচেষ্টারের বিশপ গার্ডিনার। তাঁর সঙ্গে টমাস লোভেলের দেখা হয়ে গেল।

টমাস লোভেলকে দেখে বিশপ গার্ডিনার শুধালেন, এত দেরী হল যে?

লোভেল পালটা শুধালেন, আপনি কি রাজার সঙ্গে দেখা করে এলেন?

হাঁ, সাফোকের ডিউক এখন সেখানে আছেন। আমাকে আবার যেতে হবে। আচ্ছা আসি!

সে কি লোভেল, ব্যাপার কি? আপনি এত ব্যস্ত কেন? যদি কোনো ক্ষতি না হয়, আপনি বলুন, এ ব্যস্ততার কারণ কি?

লোভেল বললেন, বিশপ, আপনাকে আমি ভালবাসি, তাই আপনার কানে কানে বলছি, রাণীর প্রসব-বেদনা শুরু হয়ে গেছে। এবং সবাই বলছে, তাঁর মৃত্যু হবে।

গার্ডিনার বললেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফলটিও যাক। এই আমাদের কামনা।

'লোভেল বললেন, আমারও সায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাণী বড় ভাল, তিনি আমাদের শুভ কামনাই পাবার উপযুক্ত।

কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি, বিশপ বললেন, যে পর্যন্ত না ক্রামার আর ক্রমওয়েল তাঁর তুই হস্ত কবরে না শোবেন, আমাদের ভালাই নেই।

লোভেল বললেন, আপনি রাজ্যের তুজন প্রধানের নাম উল্লেখ করছেন। ক্রমওয়েল এখন রাজার সহকারী। আর ক্রামার প্রধান বিশপ। ওঁরা রাজার হাত আর জিভ, ওঁদের বিরুদ্ধে কে কি বলবে? কার অতখানি সাহস?

গার্ডিনার মাথা নেড়ে বললেন, সাহস আছে বইকি! এই তো আমারই সাহস আছে। আমি আমার মনের কথা বলছি। ওরা তো রাজ্যের উপদ্রব। ওরা তো বিধর্মী। ওদের সমূলে উৎপাটিত করাই আমাদের কর্তব্য। শুভরাত্রি বন্ধু, এবার আসি।

গার্ডিনার তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে চলে গেলেন। অন্য দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন রাজা ও সাফোকের ডিউক।

আজ আর খেলব না, রাজা বলতে বলতে ঢুকলেন। আজ আমার খেলায় মন নেই। আজ তোমার কাছে আমি পরাজিত।

কিন্তু আমি তো আর কখনো আপনার কাছে জিতি নি। সাফোক উত্তর দিলেন।

কখতো জিতবেও না। রাজা এবার লোভেলকে দেখতে পেয়ে শুধালেন, রাণীর কি খবর?

আপনার সংবাদ তাঁকে পাঠিয়েছি মহারাজ, লোভেল জানালেন,

রাণী আপনাকে তাঁর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন।

তাঁর জন্যে প্রার্থনা? কেন তিনি কি যন্ত্রণায় অধীর?

তাঁর অনুচরীরা তো তাই বললেন। এ যেন মৃত্যু যন্ত্রণা।

আহা! রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শীঘ্রই তিনি ভারমুক্ত হোন, এই আমাদের কামনা। সাফোক বলে উঠলেন। তিনি আমাদের মহারাজকে একটি উত্তরাধিকারী প্রদান করুন।

চার্লস, রাত দ্বিপ্রহর, রাজা বললেন। যাও, শুয়ে পড়গে। তোমার প্রার্থনায় যেন আমাদের রাণীর কথা থাকে।

সাফোক উত্তর দিলেন, আপনার শুভ রাত্রি কামনা করি মহারাজ। আমাদের রাণীর জন্যে আমি প্রার্থনা করব।

সাফোক চলে গেলেন, আর এক দিক দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন য়্যাণ্টনী ডেনী।

রাজা শুধালেন, কি সংবাদ?

আপনার আদেশে প্রধান বিশপকে নিয়ে এসেছি। ডেনী উত্তর দিলেন।

কে ক্যাণ্টারবেরী?

হাঁ প্রভু।

কোথায় তিনি? তাঁকে নিয়ে এস।

ডেনী চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পরেই ক্রামারকে নিয়ে এসে প্রবেশ করলেন।

রাজা লোভেল আর ডেনীকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

ক্রামার রাজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি আপন মনে ভাবছেন, আমি ভীত—কেন অমন ভ্রূকুটি করছেন রাজা? তাহলে সংবাদ শুভ নয়।

রাজা ক্রামারকে শুধালেন, কেমন আছেন বিশপ? আপনি কি জানতে চান—কেন আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি?

ক্রামার হাঁটু গেঁরে বসে বললেন, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকাই তো আমার কর্তব্য প্রভু।

চলুন, আমরা চলতে চলতে কথা বলি—রাজা বললেন, আপনাকে অনেক কথা বলব। হাতে হাত দিন। আপনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমি শুনেছি। তাই আমি ও আমার পরিষদ এই আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে ভোর বেলা আমাদের সুমুখে হাজির হতে হবে। আপনার জবাব আমরা চাই।

আমিও তাই চাইছিলাম, ক্রামার বললেন। আমিও চাই আমার যা ত্রুটি-বিচ্যুটিও সব উপে যাক, আমার স্বরূপ প্রকাশিত হোক। জানি, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখর হয়ে উঠেছে, আমি তো হতভাগ্য মানুষ।

হাতে হাত দিন ক্যান্টারবেরী, রাজা হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনি কেমন মানুষ? আপনি তো আমার কাছে অভিযোগকারী-দের বিরুদ্ধে কোন আর্জি পেশ করলেন না?

আমি আমার সত্য আর সততার উপর নির্ভর করে আছি, ক্রামার বললেন, যদি তা নিষ্ফল হয়, আমি আমার শত্রুদের সঙ্গে এক হয়েই আমার নিজের উপর আপতিত হয়। আমি তো আমার অভিযোগ-কারীদের ভয় পাইনে।

আপনি জানেন না, রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আপনার কি অবস্থা। আপনার বহু শত্রু। আপনার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ঈর্ষা। আপনি যদি চান তো এক উত্তুঙ্গ পর্বতকে আশ্রয় করতে পারেন, আপনার নিজের ধ্বংস নিজেই আনতে পারেন।

ক্রামার জানালেন, ঈশ্বর এবং রাজা আমাকে রক্ষা করবেন। আমি তো নিষ্পাপ। তা যদি না করেন, আমি ফাঁদে ধরা পড়ব। ফাঁদ তো আমার জন্য পাতা।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রাজা হাসলেন, সবলে এসে দাঁড়ান আপনার অভিযোগকারীদের সম্মুখে, আপনি তাদের অভিযোগের উত্তর দিন! আপনাকে আমি পরামর্শ দেব কি করতে হবে। আমি যা বলব, তাই করবেন।

ক্রামার চলে গেলেন, এমন সময় অন্তঃপুরিকা এক বৃদ্ধা এসে প্রবেশ করল।

রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কি সংবাদ? রাণী কি প্রসব করেছেন? পুত্রসন্তান তো?

হাঁ, এক সুন্দর পুত্রসন্তান, বৃদ্ধা জানালে। না, না, এক কন্যা! কিন্তু কি সুন্দর! তারপরে তো পুত্রের প্রতিশ্রুতি দেবেন রাণীমা। রাণীমা আপনার দর্শন চাইলেন। আপনি এই আগন্তুককে এসে দেখুন!

লোভেল! রাজা ডাকলেন।

লোভেল অন্তরালেই ছিলেন, বেরিয়ে এলেন।

মহারাজ?

এই বৃদ্ধাকে একশত মুদ্রা দাও। আমি রাণীর কাছে যাচ্ছি।

রাজা চলে গেলেন।

না, না, আমি একশো টাকার চেয়ে বেশি পাব—আমি এখুনি সময় থাকতে থাকতে আরো বেশি আদায় করব।

এই বলে বৃদ্ধা চলে গেল।

॥ দুই ॥

সভাগৃহের প্রবেশ পথে ক্রামার এসে প্রবেশ করলেন।

ক্রামার অভিযোগের উত্তর দিতেই এসেছেন, তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করবেন।

তিনি আপন মনে বললেন, আমার নিশ্চয়ই বেশি দেরী হয়নি। আমাকে যে লোকটি খবর দিতে এসেছিল, তাড়াতাড়ি করতেই বললে, এর মানে কি? ওখানে কে?

রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, তিনি রক্ষীর কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?

রক্ষী জানালে, প্রভু, আমি তো আপনাকে কোনো সাহায্যই করতে পারব না। আপনার যখন ডাক পড়বে, তখনি আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন।

এমন সময় ডাক্তার বাট্‌স্‌কে দেখা গেল।

ডাক্তার আপন মনে বলতে বলতে ঢুকলেন, এ ঈর্ষারই ব্যাপার। রাজা শীঘ্রই তা বুঝতে পারবেন।

তিনি চলে গেলেন।

ক্রামার তাঁর কথা শুনে বললেন, বাট্‌স্‌ রাজবৈদ্য। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি কি আমার অপমানের কথা শুনেছেন। দেখা যাক, কি হয়। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

এমন সময় রাজা, আর বাটস্‌কে একটি জানালায় দেখা গেল। ও কি বাট্‌স্‌? রাজা শুধালেন।

মহারাজ, ও দৃশ্য তো আপনি বহুবার দেখেছেন।

ক্যাণ্টারবেরী কোথায়? রাজা চারিদিকে তাকিয়ে শুধালেন।

উনি তো ঐ রক্ষীর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই কি ওরা পরস্পরকে সম্মান দেখাচ্ছে? রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে শুধালেন। ওদের উপরে যে বিধানদাতা একজন আছেন, এও মঙ্গল। ওদের তো ভদ্রতা থাকাও উচিত ছিল। ওদের অনুমতি প্রার্থী হয়ে প্রধান ধর্মযাজক অপেক্ষা করছেন দরজায়—এ তো যেন পুলিন্দাহীন ডাকের দশা। আমি মেরীমাতার দোহাই পেড়ে বলতে পারি, এ শঠতা। তুমি পর্দা ফেলে দাও বৈদ্য, আমরা অন্তরালে থেকে শুনতে পাব ওদের কথা।

॥ তিন ॥

সভাগৃহ। টেবিল, চেয়ার, টুল সাজানো হল। এবার লর্ড চ্যান্সেলার এসে প্রবেশ করলেন, তিনি টেবিলের বাঁ দিকে গিয়ে বসলেন ঃ তাঁর পাশেই ক্যান্টারবেরীর শূন্য আসন। সাফোক, নরফোক, সারে, লর্ড চেম্বারলেন, গার্ডিনার এবার এসে দুপাশে নিজেদের আসনে বসলেন। ক্রমওয়েল সেক্রেটারী হিসেবে এক পাশে আসন নিলেন। রক্ষী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চ্যান্সেলার ক্রমওয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সম্পাদক, আপনি এবার কাজ শুরু করুন। আমরা কেন আজ এই সভায় সমবেত সেকথা জানিয়ে দিন ?

ক্যান্টারবেরীর বিচারের ব্যাপারে আমরা সমবেত, সেক্রেটারী ক্রমওয়েল জানালেন।

তিনি কি একথা জানেন ? গার্ডিনার শুধালেন।

হাঁ, ক্রমওয়েল উত্তর দিলেন।

নরফোক শুধালেন, বাইরে কে অপেক্ষা করছে ?

আমাদের প্রধান বিশপ, রক্ষী অভিবাদন করে জানালে। উনি প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করছেন।

তাঁকে আসতে দাও।

রক্ষী নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখন আসুন।

ক্রামার ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন।

চ্যান্সেলার তাঁকে আসতে দেখে বলে ওঠলেন, আমার পাশের আসন শূন্য, এতে আমি দুঃখিত। আমরা এখানে সবাই পাপ করতে পারি, দেবদূত এখানে কেউ নেই। আপনি আমাদের সেই

পাপ থেকে রক্ষার উপায় বলে দেবেন। কিন্তু আপনি সে কর্তব্য না করে এক ভয়াবহ মতামত পোষণ করছেন। সে তো ধর্মদ্বেষ। আজ যদি তাকে বাধা দেওয়া না হয়, সে তো আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে!

আমরা যদি আজ আপনাদের বালসুলভ করুণায় দুর্দশা ভোগ করি, গার্ডিনার বললেন, সে তো সংক্রামক রোগের মতো আমাদের পেয়ে বসবে। তাহলে এই সমাজদেহের স্বাস্থ্য তো চলে যাবে, কি হবে তখন? শুধু কলরব, তাণ্ডব, সারা রাজ্য পাপে পূর্ণ হবে। পূর্বে আমাদের প্রতিবেশী জার্মানী তো এরই জন্য আমাদের প্রতি করুণায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ক্রামার ধীর স্বরে বললেন, মহামান্য প্রধানগণ, আমার জীবন এবং কাজে, আমি এই কথাই চিরদিন ভেবেছি, আমি সকলের মঙ্গলকামী হব। আমি সেই মতোই কাজ করেছি। আমি আপনাদের কাছে এই প্রার্থনাই করি, আমার অভিযোক্তারা আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ান, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করুন!

না, তা হয় না, সাফোক বললেন। আপনি নিজে পরিষদের সদস্য, আপনাকে কারো অভিযুক্ত করার সাহস হবে না। ঐ পদের মর্যাদা তো ঐখানে।

আমাদের হাতে আরো কাজ আছে, গার্ডিনার বললেন, তাই আপনার ব্যাপার আমরা সংক্ষেপেই সারব। লর্ড চ্যান্সেলার এবং আমাদের নিজেদের অভিপ্রায়, আপনাকে আমরা টাওয়ারের রক্ষীদের হাতে সঁপে দেব, সেখানে আপনার পদমর্যাদা অন্তর্হিত হবে, আপনি সামন্য ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত হবেন। তখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ বোধহয় আরো তীব্র হয়ে উঠবে।

আপনাকে ধন্যবাদ, ক্রামার বলে উঠলেন। আপনি চিরদিনই আমার বন্ধু। আপনি হয়ত আমার বিচারক, জুরীও হবেন—

আপনি যে দয়ালু হবেন তা আমি জানি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রেম আর নিঃস্বার্থতাই তো পাদ্রীকে শোভা পায়। ধর্মযাজক তো বিভ্রান্ত আত্মাকে আবার জয় করে নেন, কাউকেই দূরে নিক্ষেপ করেন না। আমি নিজেকে নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করব। আমি আরো বলতে পারতাম, কিন্তু আমি ধর্মযাজক বলেই নীরব হলাম।

গার্ডিনার চিৎকার করে উঠলেন, আপনি দুর্বল, আপনার যাজকত্বের পালিসের নীচে আপনার দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করছি।

উইনচেষ্টারের ধর্মযাজক, গার্ডিনারের দিকে তাকিয়ে ক্রামার বললেন, মানুষ যত দোষই করুক, তারা যা ছিল তার জন্যে তাদের বোঝা চাপানো তো নিষ্ঠুরতা।

আপনি নতুন সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল নন? গার্ডিনারের তীব্রস্বর ঝরে পড়ল। আপনি প্রকৃতিস্থ নন ক্যান্টারবেরী?

প্রকৃতিস্থ নই? ক্রামার বিস্মিত।

না, প্রকৃতিস্থ নন।

আপনি যদি সৎ হতেন, ক্রামার বললেন, মানুষেরা আপনাকে প্রার্থনা জানাতে ভয় পেত না।

এই ভাষা আমার মনে থাকবে।

আপনার জীবনের কথাও মনে রাখবেন।

লর্ড চ্যান্সেলার এই বিতর্কে বাধা দিয়ে বললেন, আপনাদের লজ্জিত হয়ে নীরব হওয়াই উচিত।

আমি নীরব হলাম, গার্ডিনার বললেন।

আমিও, ক্রামার সমর্থন করলেন।

আপনার সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্তই স্থির রইল, লর্ড চ্যান্সেলার বললেন। আপনাকে অবিলম্বে টাওয়ারে প্রেরণ করা হবে, বন্দীরূপে—রাজার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি সেখানে থাকলেন।

সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা রাজী তো?

সকলেই সমর্থন জানালেন লর্ড চ্যান্সেলারকে!

তাহলে কি দয়া কেউ করবে না? দয়ার কি কোনো পন্থাই নেই? ক্রামার কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন। আমাকে কি বন্দী-রূপে টাওয়ারেই যেতে হবে!

তাছাড়া আর উপায় কি? আপনি বিপজ্জনক শত্রু। রক্ষীরা প্রস্তুত হও— গার্ডিনার বলে উঠলেন।

রক্ষী প্রবেশ করল।

আমার জন্যে? ক্রামার চিৎকার করে উঠলেন। তবে কি আমি বিশ্বাসঘাতকের মতোই টাওয়ারে যাব?

রক্ষী, গার্ডিনার আদেশ দিলেন, ওকে বন্দী কর! ওকে টাওয়ারে নিয়ে যাও!

ধীরে, ক্রমার বললেন, ধীরে বিশপ। আমার এই অঙ্গুরীয় দেখছেন, এই অঙ্গুরীয় বলে আমি এই নিষ্ঠুর বিচারকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব—আমার বিচারক রাজার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম।

চ্যান্সেলার বিস্মিত হয়ে বললেন, এ যে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়।

হাঁ, নকল নয়, জাল নয়, ক্রামারের স্বরে বিদ্রূপ।

সাফোকও চিনেছেন, তিনি বলে উঠলেন, এবার বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবে।

আপনাদের কি মনে হয়, এই এক তুচ্ছ বিশপের জন্য রাজা একটা আঙ্গুলও তুলবেন? নরফোক বলে উঠলেন।

নিশ্চয়! লর্ড চ্যান্সেলার জানালেন। এর থেকে নিষ্কৃতি পেলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব!

হাঁ, তোমরা আগুন জ্বেলেছ, ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়েছ, ক্রামার হেসে উঠলেন, এবার সেই আগুনে তোমরাই পুড়বে।

এমন সময় রাজা এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখে ভ্রূকুটি। তিনি এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

গার্ডিনার রাজার স্তুতি শুরু করলেন, আমরা নিত্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি আমাদের এহেন রাজাকে দিয়েছেন। তিনি তো শুধু প্রজার হিতকামী আর জ্ঞানীই নন, তিনি ধার্মিকও'বটেন। গীর্জাকে তিনি তাঁর সম্মানের অংশীদার করেছেন। তিনিই আজ এই মহাপাপীর বিচার করবেন।

আমি তো এ তোষামোদ শুনতে আসিনি বিশপ, রাজা বললেন, আর ঐ তোষামোদে পাপ তো চাপা পড়বেনা। আমি জানি, তোমরা স্প্যানিয়েল কুকুরের মতোই নিষ্ঠুর।

ক্রামারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি সাধু, আপনি বসুন!

তিনি সভাজনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

এবার আমি দেখতে চাই, কে এমন মদগর্বী আছে, যে তার জিহ্বা দিয়ে অভিযোগ উচ্চারণ করতে চায়।

সাফোক বললেন, মহারাজ!

না, না, বাধা দিলেন রাজা অষ্টম হেনরী, আমি ভাবতাম, আমার পরিষদে জ্ঞানী আছেন, কিন্তু এখন দেখছি তা নেই। এই যে সৎ মানুষটি, এর এই সৎ অভিধার যোগ্য তোমরা কেউ নও। আমি তোমাদের উপর ক্রামারের বিচারের ভার দিয়েছি, কিন্তু আমি তো সামান্য সহিসের মতো তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে বলিনি।

লর্ড চ্যান্সেলার বললেন, ওঁকে আমরা বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিলাম—ওঁর বিচারের জন্য। আমরা ঈর্ষায় প্রণোদিত হয়ে এ আদেশ দিই নি।

হাঁ, রাজা মাথা নেড়ে বললেন, তাঁকে সম্মান করুন! তাঁর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করুন। তিনি তো তার যোগ্য। আমি ক্রামার সম্পর্কে এই কথাই বলতে পারি। আপনারা তাঁকে

আলিঙ্গন করুন! ক্যান্টারবেরী, আমার একটা প্রার্থনা আছে, আমাকে বঞ্চিত করবেন না। একটি সুন্দরী কুমারী আছেন, তাঁর এখনো জন্ম-সংস্কার হয়নি। আপনি হবেন তাঁর ধর্মপিতা, আপনিই তার শুভাশুভের ভার নেবেন।

ক্রামার অভিভূত; তিনি বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা রাজাও এ সম্মানে গৌরব বোধ করতেন। আমি তো দরিদ্র প্রজা, আমি এর যোগ্য হব কি করে?

আসুন, আপনার সঙ্গী পাবেন বৃদ্ধা নরফোকের ডাচেস আর লেডী ডয়সেটকে। আপনি কি এ সংবাদে সুখী হলেন? রাজা হেনরী এই কথা বলে গার্ডিনারের দিকে তাকালেন,

উইনচেষ্টার, আমি আপনাকে আবার অভিরোধ করছি। এই মানুষটিকে ভালবাসুন, আলিঙ্গন করুন!

গার্ডিনার আলিঙ্গন করলেন ক্রামারকে, রাজা খুশী হলেন। তারপর ক্রামারকে নিয়ে চলে গেলেন।

॥ চার ॥

রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গনে দৃশ্য উঠল। একজন দারোয়ান ও তার সঙ্গে তার সহকারীকে দেখা গেল।

ওরে, দারোয়ান বললে, গোলমাল থামাতে! দরবার কি পরীর বাগান? চুপ, চুপ!

এমন সময় নেপথ্যে, একজন বললে, ওগো দারোয়ান মশাইগো, আমি ভাঁড়ারের লোক গো! এসেছি গো! তুমি ফাঁসিকাঠের লোক গো, যাও ফাঁসিকাঠে ঝোলগে! দরোয়ান খেঁকিয়ে উঠল।

সহকারী চললে, কর্তা একটু শান্ত হোন, ওদের তাড়িয়ে দিতে হলে এখন তোপ চাই।

তাহলে ওরা ঢুকে হল্লা করুক?

এমন সময় লর্ড চেম্বারলেন এসে প্রবেশ করলেন। তিনিও ভিড় দেখে এসেছেন। বললেন, প্রতি মুহূর্তেই ভিড় বাড়ছে। যেন এখানে আমরা মেলা বসিয়েছি। কোথায় গেল দারোয়ান পাজীগুলো? এই যে! তোমরা তো মস্ত কাজের লোক। একদল ভিড় ঢুকিয়ে দিয়েছ—এরা কি তোমাদের বন্ধু নাকি? জাতকর্ম করার পরে মহিলারা ফিরবেন, তাঁদের জন্য নিশ্চয়ই জায়গা হবে—কি বল!

দরোয়ান বললে, হুজুর, আমরা মানুষ, একদল ফৌজ যা করতে না পারে, আমরা তাই করেছি, আমরা এতক্ষণ ভিড় ঠেকিয়ে রেখেছি।

রাজা যদি এর জন্য আমাকে দোষেন, তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে পেড়ে ফেলব। তোমাদের জরিমানা করব। যতসব

কুঁড়ের দল, কাজের সময় এখানে বসে লম্বাচওড়া গল্প ফাঁদছ ঐ শোন !

নেপথ্যে ভেরী বেজে উঠল।

লর্ড চ্যান্সেলর আবার বলে উঠলেন, ঐ শোন! ওঁরা উপসনা-মন্দির থেকে ফিরছেন অনুষ্ঠান শেষে। যাও—ভিড় সরিয়ে ওদের ঢোকায় পথ করে দাও!

আমরা রাজকুমারীর আসার পথ করে দেব হুজুর, দারোয়ান বললে।

তারা এবার চলে গেল, লর্ড চেম্বারলেনও ব্যস্ত হয়ে অন্য দিক দিয়ে প্রস্থান করলেন।

ভেরীর আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, আর জনতার হর্ষধ্বনি।

॥ পাঁচ ॥

রাজপ্রাসাদ।

ভেরী বাজছে, ঘন-জনতার উল্লাস। দুজন অল্ডারম্যানকে দেখা গেল, এঁরা দুই পৌর-প্রধান। তারপরে এলেন মেয়র, বা সেরা পৌর-প্রধান। তারপরে নরফোক আর সাফোকের ডিউক, তাঁদের পেছনে আভিজাত-সম্প্রদায়। দুটি অভিজাতের হাতে এক বিরাট পরাত, তাতে নবজাতার উপহারের সামগ্রী; এবার চারজন অভিজাত একটি চাঁদোয়া ধরে আসছেন, সেই চাঁদোয়ার তলায় নরফোকের ডাচেস, সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। শিশুর অঙ্গে মহামূল্য পরিচ্ছদ, একজন অভিজাত মহিলা তার জোব্বার লুণ্ঠিত প্রান্ত ধরে আছেন। তাঁদের পরে ডরচেস্টারের মার্সসিনেসকে দেখা গেল। ইনিও নরফোকের বৃদ্ধা ডাচেসের মতোই আর একজন ধর্মমাতা। তারপরে অভিজাত মহিলাগণকে দেখা গেল। তারপরে সেনাদল।

ঘোষণাকারীর স্বর এবার ঝরে পড়ল—

ঈশ্বর, আপনার অসীম দয়া, আপনি ইংলণ্ডের মহান রাজকুমারী এলিজাবেথকে দীর্ঘ মঙ্গলময় জীবনদান করুন!

আবার বাদ্য বেজে উঠল, এবার রাজা রক্ষীসহ প্রবেশ করলেন।

ক্রামার রাজার সম্মুখে এসে নতজানু হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা রাজকুমারীর কল্যানে প্রার্থনা করছি। ধর্মযাজক-প্রধান আপনাকে ধন্যবাদ!

কি নাম হল রাজকুমারীর?

এলিজাবেথ, ক্রামার উত্তর দিলেন।

রাজা শিশুকে চুম্বন করে বললেন, এই চুম্বনে তুমি আমার

আশীর্বাদ গ্রহণ কর রাজকুমারী। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তাঁর হাতেই তোমার জীবন আমি সঁপে দিলাম।

শান্তিঃ শান্তিঃ—স্বস্তিবচন আওড়ালেন ক্রামার।

আমরা মুক্তহস্ত হয়েছি, এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এই রাজকুমারীও ইংরেজ, ইনিও মুক্তহস্ত হবেন। রাজা বললেন।

ক্রামার উত্তর দিলেন, আমি কটুবাক্য বলছি বলে কেউ কিছু মনে করবেন না।—এই রাজকুমারীকে স্বর্গের জ্যোতিঃ যেন ঘিরে আছে, এঁর রাজত্বে স্বর্গের শতসহস্র আশীর্বাদ ঝরে পড়বে। রাণী সেবার চেয়েও উনি গুণবতী হবেন, তিনি সত্যে পালিত হবেন। পবিত্র যাঁরা তাঁরাই তাঁকে পরামর্শ দেবেন! তিনি ভালবাসা যেমন পাবেন, তেমনি ভীতির কারণও হবেন। শত্রুরা কম্পমান হবে তাঁর প্রতাপে। তাঁর রাজত্বে মানুস সুখে থাকবে, যা সে নিজের ক্ষেতে বুনবে, তাতেই তার চলে যাবে। সবাই মিলে তারা গাইবে শান্তির গান। ঈশ্বরের স্বরূপ তখনি প্রকাশিত হবে—মানুষ শিখবে তার মর্যাদাবোধ। তিনি যেদিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হবেন, সেদিনো ইংলণ্ডের এই শান্তি ধ্বংস হবে না। তাঁর ঐ ভস্মরাশি থেকে আর এক উত্তরাধিকারী দেখা দেবেন, তিনিও হবেন তাঁরই মতো মহান। ঈশ্বর এই মেঘময় অন্ধকার থেকে যখন তাঁকে ডেকে নেবেন, তখন তাঁর উত্তরাধিকারী নক্ষত্রের মতো শোভা পাবেন, তাঁর মহান নাম ছড়িয়ে পড়বে। শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রেম, সত্য হবে এই সদ্যজাত শিশুর ভূষণ, আর সেই ভূষণ হবে তাঁর উত্তরাধিকারীরও। তাঁরা নতুন জাতি গড়বেন। পর্বতের দেবদারু গাছের মতো শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবেন—আমাদের সন্তানগণ তা দেখবে—আনন্দে হর্ষধ্বনি করবে।

ধর্মযাজক-প্রধান, আপনি যে এক অপূর্ব কাহিনী বললেন। রাজা বিস্মিত, আনন্দে নন্দিত।

ক্রামার বলে চললেন, তিনি হবেন ইংলণ্ডের সুখশান্তির জন্যই

বৃদ্ধা, বহুদিন তিনি বাঁচবেন। প্রতিদিনই তিনি মহান কার্য করবেন। তাঁর যখন মৃত্যু হবে—সারা পৃথিবী তাঁর জন্যে শোক করবে।

রাজা বলে উঠলেন, ধর্মযাজক-প্রধান, আপনি আমাকে আবার সজীব ক'রে তুললেন। আমি তো এই শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে জীবনে কিছুই পাইনি। আজ এই ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে আনন্দ হল। আমি যখন স্বর্গে চলে যাব, তখন এই শিশুর কার্যকলাপ দেখার আমার ইচ্ছা হবে—আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ! আপনাদের উপস্থিতিতে আমি মহাসম্মানিত। অভিজাতমণ্ডলী, আপনারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন, আমরা আমাদের রাণীকে দেখতে যাব। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের ধন্যবাদ দেবেন, নচেৎ তো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আজ আর কাজ নয়! আমাদের এই শিশুই আজ পবিত্র দিন, অবসরের দিন এনে দিয়েছে।

সবাই চলে গেলেন।

উপসংহার

আবার সূত্রধরকে দেখা গেল। তিনি এসে বললেন,

আমি দশ টাকায় এক টাকা বাজী রাখতে পারি, এই পালা আপনাদের খুশী করতে পারেনি। আপনারা কেউ কেউ আরাম করতেই এখানে এসেছেন। হয়তো দু-একটি অঙ্ক ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভয় হয়, ভেরীর নিনাদে হয়তো তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি। একথা স্পষ্ট যে, তাঁরা বলবেন, এ নাটক কিছুই হয়নি। অন্যেরা আবার নিন্দা শুনে তারিফও করবেন, বলবেন —চমক আছে নাটকের সংলাপে, আমরা কিন্তু দুটোর একটার দায়-দায়িত্ব নেব না। আমরা এই নাটকে একটি ধর্মশীলা সুশীলা নারীর প্রথম বিকাশ দেখাচ্ছি মাত্র, যদি আমাদের দর্শক এতে সন্তুষ্ট হন, তাহলে বলব—আমরা তাঁদের সহানুভূতি পেয়ে ধন্য হয়েছি। কারণ, তাঁদের সহধর্মিণীরা যখন তাঁদের হাততালি দিতে বলবেন, তখন তাঁরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, তাহলে তা তো ভাল দেখাবে না।

সূত্রধর এই বলে সকলকে অভিবাদন করে চলে গেলেন,

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাও নেমে এল।

—শেষ—